An Issue To Worry About

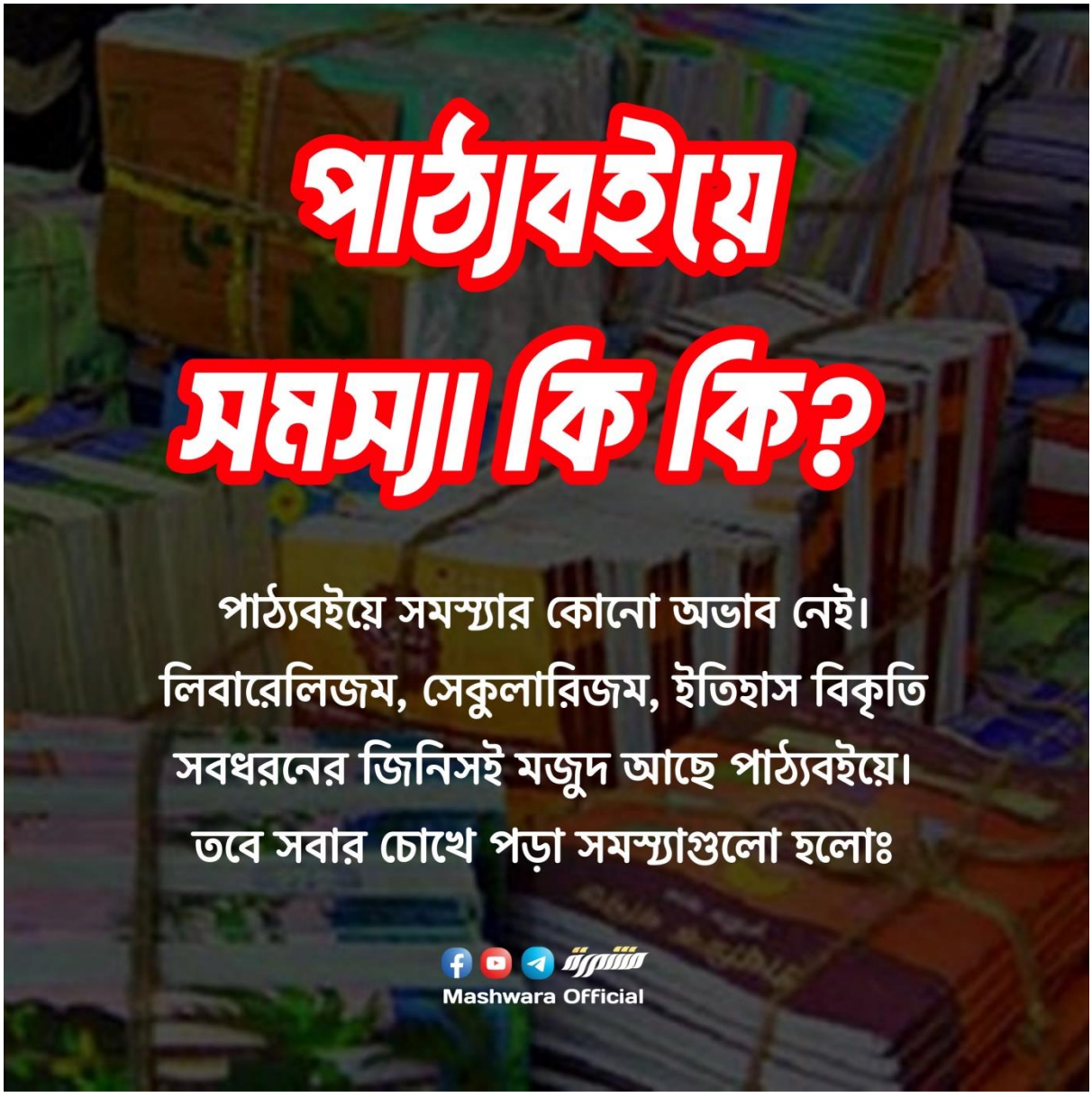

মানচিত্র

Asif Adnan

https://www.facebook.com/100008835210089/posts/3553039488333857/?app=fbl

ক্লাস ৯-১০ এর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইতে নগরবসতি নিয়ে একটা আলোচনা এসেছে। সেখানে বলা হচ্ছে নগরায়নের প্রথম বিকাশ হয়েছে জর্ডান নদীর তীরে জেরিকো নামক স্থান। তারপর মনের মাধুরী মিশিয়ে বানানো এক ম্যাপ দেখানো হয়েছে।

.

এই ম্যাপ কতোগুলো লেভেলে ভুল লিস্ট করতে গেলে লম্বা রচনা হয়ে যাবে।

.

প্রথমত, জেরিকো নগরীর কাছে আইন আশ-শামস নামে একটা জায়গাকে প্রথম নগরায়নের স্থান মনে করা হয়। এটার সময়কাল ধরা হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৬৫০০-৯৫০০ বা আরও বেশি আগের। সময়কাল নিয়ে নানা মত আছে। আমি একটা রাফ রেইঞ্জ বললাম।

.

অন্যদিকে বইতে যে ম্যাপ দেখানো হয়েছে সেখানে এসেছে জুডিয়া এবং সামারা। যেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন সময়কালের।

.

তানাখের বক্তব্য অনুযায়ী সল (তালুত) এর অধীনে কিংডম অফ ইস্রাইল প্রতিষ্ঠা হয়। সুলাইমান আলাইহিসসালাম এর মৃত্যুর পর কিংডম অফ ইস্রাইল দুই ভাগ হয়।

.

এক ভাগের নাম কিংডম অফ জুডাহ আরেক ভাগের নাম কিংডম অফ সামারিয়া/কিংডম অফ ইস্র--। আধুনিক ইতিহাসবিদদের মতে এই দুই রাজ্যের সময়কাল হল খ্রিষ্টপূর্ব ৯৩০-৭২০।

.

এর বহু পরে সিলিউসিডদের বিরুদ্ধে বনী ইস্রাইল বিদ্রোহ করে জুডিয়া নামে একটা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠন করে খ্রিষ্টপূর্ব ১৬৭ এর দিকে।

.

দেখুন, বইয়ে আলোচনা হচ্ছে প্রথম নগরায়নের। এর উদাহরণ হিসেবে আনা হচ্ছে জেরিকো-র কথা। যেটার সময়কাল হল আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৬৫০০-৯৫০০। এর সাথে আবার দেখানো হচ্ছে 'জুড়িয়াহ', সামারা, 'ইস্র--' - অথচ ঐ টাইমলাইনে এগুলো ছিল না। এগুলো আরও পরের কথা।

.

দিতিয়ত, যদি ভুল করে খ্রিষ্টপূর্ব ৯৭০ এর দিকের ম্যাপই দিয়ে দেয়া হয় তাহলে এখানে 'জেরিকা' আর 'জুড়িয়াহ' এর আশেপাশে থাকবে আম্মোন, ইডোম, মোয়াব, আসিরিয়াদের রাজ্যের নাম। ঐ সময়ে এগুলোই ছিল পার্শ্ববর্তী রাজ্য। দ্বিতীয় ছবিটি দেখুন।

.

অথচ আশেপাশে দেখানো হয়েছে মিশর, সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন আর গাম্বিয়াকে! যেগুলোর আধুনিক বর্ডার হয়েছে ১৯৪৬ এর পর। যে সময়টাতে একটা অবৈধ দখলদারি রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল।

.

লেখাতে এক টাইমলাইনের কথা বলা হচ্ছে। ছবির এক অংশে ('জুড়িয়াহ-জেরিকা') আরেক টাইমলাইন দেখানো হচ্ছে। আশেপাশের দেশের জায়গায় দেখানো হচ্ছে তৃতীয় আরেক টাইমলাইন। বোনাস হিসেবে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে গাম্বিয়া এসে গেছে!

.

সেই সাথে ম্যাপের সাইয, 'জুড়িয়া', ইস্র--এর অবস্থান দেখানো হয়েছে ভুল। বানানের ব্যাপার তো আছেই। জেরিকো হয়েছে জেরিকা, জুডিয়া হয়েছে জুড়িয়া।

.

সহজে বোঝার জন্য এভাবে চিন্তা করুন -
প্রাচীন জেরিকো নগরী - আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৬৫০০-৯৫০০
জুডাহ/সামারা দুই রাজ্য - আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৯৭০-৭২০
আশেপাশে মিশর, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান - ১৯৪৬ এর পরে

.

সব এক ছবি আর আলোচনাতে। এগুলোকে আসলে কী বলবেন?

.

এক ছবিতে আটকা পড়ে গেছে তিন টাইমলাইন আর দুই মহাদেশ। বেইসিকালি প্রথম নগর হিসেবে জেরিকোর আলোচনার মধ্যে যায়ো-দের যে ন্যারেটিভের একটা ম্যাপ নিয়ে আসা হয়েছে। এই জোড়াতালির ন্যারেটিভ ব্যবহার করেই যায়ো- রা তাদের ধ্বংসের প্রকল্পের বৈধতা দেয়। আর এটা চলে এসেছে আমাদের পাঠ্যবইয়ে।

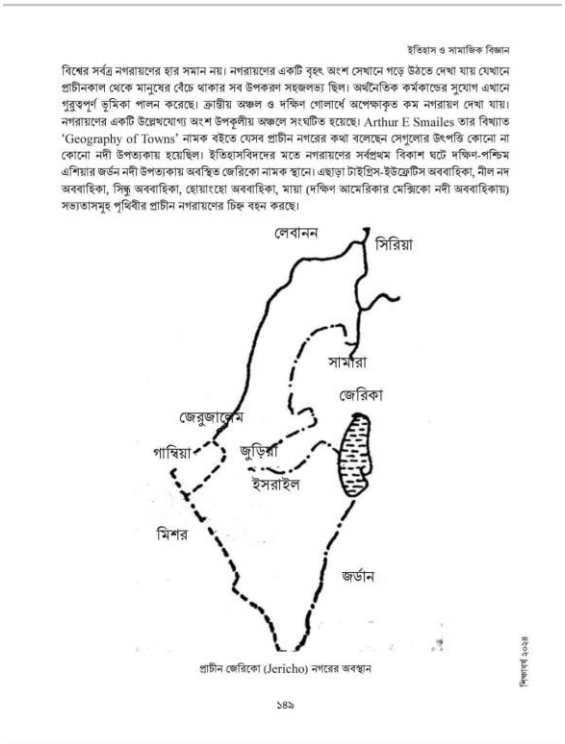

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

বিশ্বের সর্বত্র নগরায়ণের হার সমান নয়। নগরায়ণের একটি বৃহৎ অংশ সেখানে গড়ে উঠতে দেখা যায় যেখানে প্রাচীনকাল থেকে মানুষের বেঁচে থাকার সব উপকরণ সহজলভ্য ছিল। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ক্রান্তীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ গোলার্ধে অপেক্ষাকৃত কম নগরায়ণ দেখা যায়। নগরায়ণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উপকূলীয় অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছে। Arthur E Smailes তার বিখ্যাত 'Geography of Towns' নামক বইতে যেসব প্রাচীন নগরের কথা বলেছেন সেগুলোর উৎপত্তি কোনো না কোনো নদী উপত্যকায় হয়েছিল। ইতিহাসবিদদের মতে নগরায়ণের সর্বপ্রথম বিকাশ ঘটে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার জর্ডন নদী উপত্যকায় অবস্থিত জেরিকো নামক স্থানে। এছাড়া টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস অববাহিকা, নীল নদ অববাহিকা, সিন্ধু অববাহিকা, হোয়াংহো অববাহিকা, মায়া (দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো নদী অববাহিকায়) সভ্যতাসমূহ পৃথিবীর প্রাচীন নগরায়ণের চিহ্ন বহন করছে।

প্রাচীন জেরিকো (Jericho) নগরের অবস্থান

১৪৯

তথ্যসূত্র –

১) https://www.worldhistory.org/urbanization/

২) https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Israel_(Samaria)

৩) https://en.wikipedia.org/wiki/Maccabean_Revolt

৪) https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_ancient_Israel_and_Judah?fbclid=IwAR2NZ4ljtqea6h3S4jZMzGAUCh89s2cs2R9kuwGvlzNgOA_BYqo-_UVsdjQ

৫) https://www.khanacademy.org/humanities/big-history-project/agriculture-civilization/first-cities-states/a/jericho-7?fbclid=IwAR3ZD53Dw1C6NALo9dagvkJwEKSdVz1ItDIbmXnrE39nHz8chAGXYP65NrU

মিনার ভাই –

Muhammad Mushfiqur Rahman Minar
26 January at 19:23 ·

একটা বিষয় খেয়াল করেছেন কেউ? মানচিত্রের মধ্যে 'জুডিয়া'কে 'জুড়িয়া' লিখেছে। মানে 'ড' এর স্থলে 'ড়'। মনে করে দেখুন তো এটা কারা করতে পারে?

.

পাশের বন্ধুরাষ্ট্রের বাঙালিরা হিন্দি/সংস্কৃত উচ্চারণের শব্দকে ড বা D এর স্থলে 'ড়' দিয়ে অনুবাদ করে লিখতে অভ্যস্ত। যেমনঃ Tamil Nadu - তামিল নাড়ু। হিন্দিতে 'Judwa' (যমজ), 'Ladka' (ছেলে) এই শব্দগুলোকে তারা 'জুড়ওয়া', 'লাড়কা' এভাবে লিখে অভ্যস্ত। কিন্তু এই বইয়ের কাজ যারা করেছে, তারা ভুলে গেছিল 'জুডিয়া' সংস্কৃত বা হিন্দি শব্দ না; অভ্যাসবশত সেটাকেও বাংলায় 'ড়' করে 'জুড়িয়া' অনুবাদ করে লিখেছে। এই ভুল কোনো বাংলাদেশির করার কথা না। এই ভুল করার কথা পাশের বন্ধুরাষ্ট্রের বাঙালিদের।

.

বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে আমরা পাশের বন্ধুরাষ্ট্রে বই ছাপার কাজ হবার কথা শুনেছি। আর তারাই মধ্যপ্রাচ্যের অবৈধ রাষ্ট্র ঈসRAএল এর বন্ধু। পাঠ্যবইতে তাই ফিLiSteen এর স্থলে অবৈধ রাষ্ট্র ঈসRAএল এর নাম থাকায় অবাক হবার কিছু নেই। বিষয়টা হল, বাংলাদেশ যেই রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়, সেই রাষ্ট্রের স্থলে বাংলাদেশ স্বীকৃতি দেয় না এমন একটিও রাষ্ট্রের নাম পাঠ্যবইতে জ্বলজ্বল করছে। পাঠ্যবইতে তাহলে কাদের মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটল?

.

সেই "মহাজ্ঞানী"রা ফিLiSteen এর গা | জা শহরের স্থলে আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়ার নাম লিখে দিয়েছে। এইসব বই পড়ে কী ব্রিলিয়ান্ট এক প্রজন্ম তৈরি হতে পারে তা চিন্তা করে আমোদিত হচ্ছি।

৯ম-১০ শ্রেণী ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

বিশ্বের সর্বত্র নগরায়ণের হার সমান নয়। নগরায়ণের একটি বৃহৎ অংশ সেখানে গড়ে উঠতে দেখা যায় যেখানে প্রাচীনকাল থেকে মানুষের বেঁচে থাকার সব উপকরণ সহজলভ্য ছিল। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ক্রান্তীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ গোলার্ধে অপেক্ষাকৃত কম নগরায়ণ দেখা যায়। নগরায়ণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উপকূলীয় অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছে। Arthur E Smailes তার বিখ্যাত 'Geography of Towns' নামক বইতে যেসব প্রাচীন নগরের কথা বলেছেন সেগুলোর উৎপত্তি কোনো না কোনো নদী উপত্যকায় হয়েছিল। ইতিহাসবিদদের মতে নগরায়ণের সর্বপ্রথম বিকাশ ঘটে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার জর্ডন নদী উপত্যকায় অবস্থিত জেরিকো নামক স্থানে। এছাড়া টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস অববাহিকা, নীল নদ অববাহিকা, সিন্ধু অববাহিকা, হোয়াংহো অববাহিকা, মায়া (দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো নদী অববাহিকায়) সভ্যতাসমূহ পৃথিবীর প্রাচীন নগরায়ণের চিহ্ন বহন করছে।

৯ম-১০ শ্রেণী

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

বিশ্বের সর্বত্র নগরায়ণের হার সমান নয়। নগরায়ণের একটি বৃহৎ অংশ সেখানে গড়ে উঠতে দেখা যায় যেখানে প্রাচীনকাল থেকে মানুষের বেঁচে থাকার সব উপকরণ সহজলভ্য ছিল। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ক্রান্তীয় অঞ্চল ও দক্ষিণ গোলার্ধে অপেক্ষাকৃত কম নগরায়ণ দেখা যায়। নগরায়ণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উপকূলীয় অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছে। Arthur E Smailes তার বিখ্যাত 'Geography of Towns' নামক বইতে যেসব প্রাচীন নগরের কথা বলেছেন সেগুলোর উৎপত্তি কোনো না কোনো নদী উপত্যকায় হয়েছিল। ইতিহাসবিদদের মতে নগরায়ণের সর্বপ্রথম বিকাশ ঘটে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার জর্ডন নদী উপত্যকায় অবস্থিত জেরিকো নামক স্থানে। এছাড়া টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস অববাহিকা, নীল নদ অববাহিকা, সিন্ধু অববাহিকা, হোয়াংহো অববাহিকা, মায়া (দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো নদী অববাহিকায়) সভ্যতাসমূহ পৃথিবীর প্রাচীন নগরায়ণের চিহ্ন বহন করছে।

প্রাচীন জেরিকো (Jericho) নগরের অবস্থান

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

শরীফ-শরীফার গল্পে সমস্যাঃ

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলন বই

ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু

ডা. মেহেদি হাসান (ইনচার্জ, আইসিইউ, পপুলার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল)

বইয়ের ৩৯ থেকে ৪৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সম্প্রদায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্যই হচ্ছে **ট্রান্সজেন্ডার তথা এলজিবিটিকিউ** নামক বিকৃত মতাদর্শের প্রচার এবং স্বাভাবিকীকরন।

এ অধ্যায়ের গভীরে প্রবেশ করার পূর্বে আমাদের কিছু পারিভাষিক শব্দের সাথে পরিচিত হওয়া দরকার।

১। **হিজরা বা ইন্টারসেক্সঃ** হিজড়াদের সেক্স ক্রোমোজমে বিভিন্ন প্রকার এবনরমালিটি থাকে। এদের কয়েকটা ধরণ আছে। এরা এভাবেই জন্মগ্রহণ করে। আমাদের সমাজে এরা অবহেলিত।

২। **ট্রান্সজেন্ডারঃ** এদের সেক্স ক্রোমোজমে কোন এবনরমালিটি থাকে না। এরা ছেলে বা মেয়ে হয়ে জন্মায়। বড় হতে হতে কোন এক সময় এদের **মনে হয়** তারা যে লিঙ্গপরিচয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে তারা আসলে **মানসিকভাবে** তার বিপরীত লিঙ্গপরিচয় ধারণ করে। তখন তারা নিজেদেরকে ট্রান্সজেন্ডার হিসাবে পরিচয় দেয়।

একটা ছেলে **মনে মনে** নিজেকে মেয়ে ভাবতে পারে। তখন তার পরিচয় ট্রান্সওইম্যান। একইভাবে, একজন মেয়ে **মনে মনে** নিজেকে ছেলে ভাবতে পারে। তখন তার পরিচয় ট্রান্সম্যান। সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত সেক্সকে বলা হচ্ছে ***জৈবিক লিঙ্গ*** আর ব্যক্তি মনে মনে নিজেকে যা ভাবে সেটাকে বলা হচ্ছে **সামাজিক লিঙ্গ বা জেন্ডার**।

এটাই সংক্ষেপে ট্রান্সজেন্ডারিজম। পশ্চিমা বিশ্বে এই বিকৃতি মহামারী আকার ধারণ করেছে এবং এ কারণে তাদের পরিবার ব্যবস্থা ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে।

৩। **সোস্যাল কনস্ট্রাকশন থিউরিঃ** এই অধ্যায়ে জেন্ডার নির্ধারনে এই তত্ত্বের প্রয়োগ আছে। তাদের মতে, জেন্ডার নির্ধারনে সামাজিক প্রথার ভূমিকা-ই বেশি। একটা ছেলেকে সমাজের সবাই ছেলে হিসাবে চিহ্নিত করে, তার সামনে ছেলে হিসাবে কোন কোন কর্মকান্ড সামাজিকভাবে গ্রহনযোগ্য সেসবের উদাহরণ থাকে - লিঙ্গপরিচয় নির্ধারনে এই ফ্যাক্টরগুলো সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে। এখানে জেনেটিক সেক্সকে মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারনের মূল নিয়ামক হবার বিষয়টিকে অস্বীকার করা হয়েছে।

এবার মূল আলোচনায় আসা যাক। অধ্যায়টি শুরু হয়েছে বেদে সম্প্রদায়ের আলোচনা দিয়ে। এখানে বেদেদের সমাজ, সংস্কৃতি এবং যাপিতজীবনের নানা অনুষঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বেদে সম্প্রদায়ের মেয়েরা বাইরে কাজ করে এবং বরের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয় আর ছেলেরা বাচ্চাকাচ্চা ও ঘর সামলায়। এ বিষয়টা এখানে বেশ গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে, এ আলোচনায় আপত্তির সুযোগ নেই। এখানে সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্য দেখানো হয়েছে। তবে, এখানে বাচ্চাদের মাথায় **বৈচিত্র্যের** বিষয়টা ঢুকিয়ে দিয়ে একটু পরেই লিঙ্গবৈচিত্রের ইস্যুটা সামনে আনা হয়েছে যেন বাচ্চারা সহজে সেটা গ্রহন করতে পারে। ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনের মূল থিমই হচ্ছে ডায়ভার্সিটি বা বৈচিত্র্য। বাচ্চারা এখন ভাববে ঠিকই তো আছে, একটু আগেই তো পড়লাম নানারকম মানুষ থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

শরীফা

শরীফা বললেন, যখন আমি তোমাদের স্কুলে পড়তাম তখন আমার নাম ছিল শরীফ আহমেদ। আনুচিং অবাক হয়ে বলল, আপনি ছেলে থেকে মেয়ে হলেন কী করে? শরীফা বললেন, আমি তখনও যা ছিলাম এখনও তাই আছি। নামটা কেবল বদলেছি। ওরা শরীফার কথা যেন ঠিকঠাক বুঝতে পারল না।

আনাই তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার বাড়ি কোথায়? শরীফা বললেন, আমার বাড়ি বেশ কাছে। কিন্তু আমি এখন দূরে থাকি। আনাই মাথা নেড়ে বলল, বুঝেছি, আমার পরিবার যেমন অন্য জায়গা থেকে এখানে এসেছে, আপনার পরিবারও তেমনি এখান থেকে অন্য জায়গায় চলে গিয়েছে। শরীফা বললেন, তা নয়। আমার পরিবার এখানেই আছে। আমি তাদের ছেড়ে দূরে গিয়ে অচেনা মানুষদের সঙ্গে থাকতে শুরু করেছি। এখন সেটাই আমার পরিবার। তাদের অবাক হতে দেখে শরীফা এবার নিজের জীবনের কথা বলতে শুরু করলেন।

শরীফার গল্প

ছোটবেলায় সবাই আমাকে ছেলে বলত। কিন্তু আমি নিজে একসময়ে বুঝলাম, আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে। আমি মেয়েদের মতো পোশাক পরতে ভালোবাসতাম। কিন্তু বাড়ির কেউ আমাকে পছন্দের পোশাক কিনে দিতে রাজি হতো না। বোনদের সাজবার জিনিস দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সাজতাম। ধরা পড়লে বকাঝকা, এমনকি মারও জুটত কপালে। মেয়েদের সঙ্গে খেলতেই আমার বেশি ইচ্ছে করত। কিন্তু মেয়েরা আমাকে খেলায় নিতে চাইত না। ছেলেদের সঙ্গে খেলতে গেলেও তারা আমার কথাবার্তা, চালচলন নিয়ে হাসাহাসি করত। স্কুলের সবাই, পাড়া-পড়শি এমনকি বাড়ির লোকজনও আমাকে ভীষণ অবহেলা করত। আমি কেন এ রকম একথা ভেবে আমার নিজেরও খুব কষ্ট হতো, নিজেকে ভীষণ একা লাগত।

একদিন এমন একজনের সঙ্গে পরিচয় হলো যাকে সমাজের সবাই মেয়ে বলে কিন্তু সে নিজেকে ছেলে বলেই মনে করে। আমার মনে হলো, এই মানুষটাও আমার মতন। সে আমাকে বলল, আমরা নারী বা পুরুষ নই, আমরা হলাম তৃতীয় লিঙ্গ (থার্ড জেন্ডার)। সেই মানুষটা আমাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেল, যেখানে নারী-পুরুষের বাইরে আরও নানা রকমের মানুষ আছেন। তাদের বলা হয় 'হিজড়া' জনগোষ্ঠী। তাদের সবাইকে দেখেশুনে রাখেন তাদের 'গুরু মা'। আমার সেখানে গিয়ে নিজেকে আর একলা লাগল না, মনে হলো না যে আমি সবার চেয়ে আলাদা। সেই মানুষগুলোর কাছেই থেকে গেলাম। এখানকার নিয়ম-কানুন, ভাষা, রীতিনীতি আমাদের বাড়ির চেয়ে অনেক আলাদা। আমরা সবার সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিয়ে একটা পরিবারের মতনই থাকি। বাড়ির লোকজনের জন্যও খুব মন খারাপ হয়। তাই মাঝে মাঝে বাড়িতেও যাই।

আজ থেকে বিশ বছর আগে বাড়ি ছেড়েছি। সেই থেকে আমি আমার নতুন বাড়ির লোকদের সঙ্গে শহরের বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে, নতুন শিশু আর নতুন বর-বউকে দোয়া-আশীর্বাদ করে পয়সা রোজগার করি। কখনো কখনো লোকের কাছে চেয়ে টাকা সংগ্রহ করি। আমাদেরও ইচ্ছে করে সমাজের আর দশটা স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবন কাটাতে, পড়াশোনা, চাকরি-ব্যবসা করতে। এখনও বেশির ভাগ মানুষ আমাদের সঙ্গে মিশতে চায় না, যোগ্যতা থাকলেও কাজ দিতে চায় না। তবে আজকাল অনেক মানুষ আমাদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। ইদানীং আমাদের মতো অনেক মানুষ নিজ বাড়িতে থেকে লেখা পড়া করছে।
আমাদের মতো মানুষ পৃথিবীর সব দেশেই আছে। অনেক দেশেই তারা সমাজের বাকি মানুষের মতনই জীবন কাটায়। তবে আমাদের দেশের অবস্থারও বদল হচ্ছে। ২০১৩ সালে সরকার আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আমাদের জন্য কাজ করছে। শিক্ষার ব্যবস্থা করছে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর প্রচেষ্টা নিচ্ছে। নজরুল ইসলাম ঋতু, শাম্মী রানী চৌধুরী, বিপুল বর্মণের মতো বাংলাদেশের হিজড়া জনগোষ্ঠীর অনেক মানুষ সমাজজীবনে এবং পেশাগত জীবনে সাফল্য পেয়েছেন।

এরপরই, ৪০ পৃষ্ঠা থেকে বাচ্চাদের মগজধোলাই শুরু হয়েছে শরিফার গল্প দিয়ে।

এখানে সুপরিকল্পিতভাবে বাচ্চাদেরকে একটা বিকৃত মতাদর্শের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমরা শুরুতেই দেখেছি, হিজড়া আর ট্রান্সজেন্ডার এক বিষয় নয়। শরিফা হিজড়া নয়, ট্রান্সজেন্ডার।দ্বিতীয় লাইনে, আনুচিং প্রশ্ন করছে, আপনি ছেলে থেকে মেয়ে হলেন কী করে? জবাবে শরিফা বলছে, আমি তখনও যা ছিলাম, এখনো তাই আছি। একটু পরেই, প্রথম হাইলাইটেড করা অংশে শরিফা বলছে, আমার শরীরটা ছেলের মত হলেও আমি **মনে মনে** একজন মেয়ে। দ্বিতীয় হাইলাইটেড অংশে শরিফার একজন মেয়ের সাথে দেখা হয় যে **মনে মনে** নিজেকে ছেলে ভাবে। এটাই টিপিকাল ট্রান্সজেন্ডারের বয়ান।

আরেকটা লক্ষনীয় বিষয়, হিজড়াদের যাপিতজীবনের সংগ্রাম ও অসহায়ত্বের বর্ণনার সাথে মিলিয়ে ট্রান্সজেন্ডারের জন্য সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করা হয়েছে। পরের ছবিতে বিষয়টা আরো স্পষ্ট হবে। আমাদের কোমলমতি শিশুদের বিকৃতির প্রতি সহনশীল করা-ই এখানে উদ্দেশ্য।

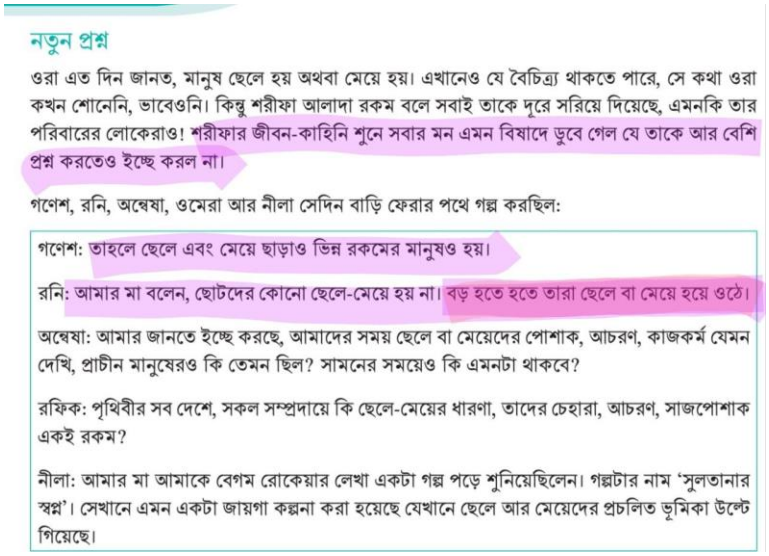

নতুন প্রশ্ন

ওরা এত দিন জানত, মানুষ ছেলে হয় অথবা মেয়ে হয়। এখানেও যে বৈচিত্র্য থাকতে পারে, সে কথা ওরা কখন শোনেনি, ভাবেওনি। কিন্তু শরীফা আলাদা রকম বলে সবাই তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, এমনকি তার পরিবারের লোকেরাও! শরীফার জীবন-কাহিনি শুনে সবার মন এমন বিষাদে ডুবে গেল যে তাকে আর বেশি প্রশ্ন করতেও ইচ্ছে করল না।

গণেশ, রনি, অন্বেষা, ওমেরা আর নীলা সেদিন বাড়ি ফেরার পথে গল্প করছিল:

গণেশ: তাহলে ছেলে এবং মেয়ে ছাড়াও ভিন্ন রকমের মানুষও হয়।

রনি: আমার মা বলেন, ছোটদের কোনো ছেলে-মেয়ে হয় না। বড় হতে হতে তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে ওঠে।

অন্বেষা: আমার জানতে ইচ্ছে করছে, আমাদের সময় ছেলে বা মেয়েদের পোশাক, আচরণ, কাজকর্ম যেমন দেখি, প্রাচীন মানুষেরও কি তেমন ছিল? সামনের সময়েও কি এমনটা থাকবে?

রফিক: পৃথিবীর সব দেশে, সকল সম্প্রদায়ে কি ছেলে-মেয়ের ধারণা, তাদের চেহারা, আচরণ, সাজপোশাক একই রকম?

নীলা: আমার মা আমাকে বেগম রোকেয়ার লেখা একটা গল্প পড়ে শুনিয়েছিলেন। গল্পটার নাম 'সুলতানার স্বপ্ন'। সেখানে এমন একটা জায়গা কল্পনা করা হয়েছে যেখানে ছেলে আর মেয়েদের প্রচলিত ভূমিকা উল্টে গিয়েছে।

পেজ-৪২

প্রথম প্যারার শেষ লাইনটা খেয়াল করেন। ***শরীফার জীবন-কাহিনি শুনে সবার মন এমন বিষাদে ডুবে গেল যে তাকে আর বেশি প্রশ্ন করতেও ইচ্ছা করলো না***। দুঃখের গল্প শুনলে হৃদয় ভারি হবে - এটাই স্বাভাবিক। হিজড়াদের প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল হওয়াটা জরুরি। কিন্তু, এখানে বুদ্ধিবৃত্তিক অসততাটা খেয়াল করুন, হিজড়ার দুর্দশার বিবরণ দিয়ে একই সাথে ট্রান্সজেন্ডারের প্রতিও বাচ্চাদের সহানুভূতি আদায় করে নিল। এই মগজধোলাই এর শিকার হওয়া বাচ্চার কাছে সমকামিতা বা এলজিবিটিকিউ মতাদর্শ খারাপ মনে হবে না।

এই গল্প শোনার পর বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে কী গল্প করছে একটু খেয়াল করুনঃ

গনেশ বলছে, ***তাহলে ছেলে মেয়ে ছাড়াও ভিন্ন রকমের মানুষ হয়***। অলরেডি তাদের মগজধোলাই হয়ে গেছে।

শেষ হাইলাইটেড অংশটা খেয়াল করুন,

রনি বলছে, *আমার মা বলেন,* ***ছোটদের কোন ছেলে-মেয়ে হয় না। বড় হতে হতে তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে ওঠে।***

এটা খুবই আপত্তিকর একটা কথা। এই মগজধোলায়ের মাধ্যমে আমাদের চিরায়ত পারিবারিক এবং সামাজিক প্রথা ও মূল্যবোধের মূলে কুঠারাঘাত করার অপচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

প্রথমত, রনির মায়ের মত কোন বাঙালি মা নেই। বাঙালি মায়েদের ট্রান্সজেন্ডার শব্দটার সাথেই পরিচয় নেই। সেখানে একজন বাঙলি মা কিভাবে বলতে পারে, "ছোটদের কোন ছেলে-মেয়ে হয় না। বড় হতে হতে তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে ওঠে"? বিকৃতির নরমালাইজেশনকারীরা কৌশলে বাঙালি মায়ের মুখে তাদের নিজেদের কথাই বসিয়ে দিয়েছে।

পশ্চিমা বিশ্বে একটা নতুন বিকৃতি চালু হয়েছে। ট্রান্সজেন্ডার মতাদর্শধারী মানুষেরা জন্মের পর বাচ্চার লিঙ্গ নির্ধারন না করার একটা ট্রেন্ড চালু করেছে। তারা ছোট শিশুদের ছেলে শিশু(male baby) বা মেয়ে শিশু(female baby) না বলে দেবি (baby- র পরিবর্তে theyby) বলছে। তাদের মতে, ***ছোটদের কোন ছেলে-মেয়ে হয় না। বড় হতে হতে তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে ওঠে।*** পশ্চিমা ট্রান্সজেন্ডার মতার্দশের বিকৃত বয়ান রনির মার মুখে আসলো কিভাব? এই পৃষ্ঠায় আমাদের সন্তানদের একটা বিকৃত মতাদর্শে দীক্ষিত করার নীলনকশা ফুটে উঠেছে।

এখানে সোস্যাল কনস্ট্রাকশন থিওরিরও প্রয়োগ আছে। এখানে অন্বেষা এবং রফিকের কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে, বাচ্চাদের মনে জেন্ডার রোল নিয়ে কনফিউশান ঢোকানো হচ্ছে, যেন জেন্ডার সমাজের চাপিয়ে দেয়া কোন বিষয়। বস্তুতঃ সবকালে এবং সব সমাজেই জেন্ডার দুটোই ছিল - নারী এবং পুরুষ।

ছেলেদের জিনিস-মেয়েদের জিনিস

খুশি আপা এবার বললেন, আজকে আমরা আমাদের ১০টি পছন্দের খেলনার তালিকা করব। সেটি হতে পারে আমাদের ছোটবেলা এবং এখনকার সময়ের পছন্দের খেলনা।

খুশি আপা আরো বললেন, সেই সাথে ছেলে শিক্ষার্থীরা নিজ বোন/আত্মীয় সম্পর্কের বোন/মেয়ে সহপাঠীর ১০টি পছন্দের খেলনার তালিকা করবে। ঠিক একইভাবে মেয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ ভাই/আত্মীয় সম্পর্কের ভাই/ছেলে সহপাঠীর ১০টি পছন্দের খেলনার তালিকা করবে।

সবাই মিলে ভীষণ আগ্রহ নিয়ে তালিকা করল। তালিকা করা শেষ হলে খুশি আপা জিজ্ঞেস করলেন, খেলনাগুলোতে কোনো মিল বা অমিল খুঁজে পাচ্ছ?

রাজু বলল, জ্বী আপা আমি আর আমার বোন দুজনই লুডু খেলতে পছন্দ করি।

সানজিদা বলল, আপা আমার ভাইয়ের খেলনার সাথে আমার খেলনার বেশ কিছু অমিল আছে। আমার ভাইয়ের বয়স চার বছর। সে গাড়ি দিয়ে খেলে। মা বলেছেন আমি ওর মতো বয়সে পুতুল খেলতাম।

খুশি আপা বললেন, আচ্ছা কখনো কি ভেবে দেখেছ তোমরা যখন ছোট ছিলে তখনতো তোমাদের একই ধরণের খেলনা দিয়ে খেলার কথা ছিল। তোমাদের খেলনা পছন্দের পার্থক্য হলো কি করে?

রাতুল বললো, ঠিক আপা ঐ সময়েতো আমি বুঝতামই না কোন খেলনা দিয়ে খেলব। আমি দেখেছি আমার পরিবার ছোট ভাইকে বল কিনে দিয়েছে আর আমার ছোট বোনকে হাঁড়ি পাতিল কিনে দিয়েছে। তাইতো তার সেটিকে নিজেদের খেলনা ভেবে খেলেছে।

50 / 184

খুশি আপা বললেন, ছেলে ও মেয়ের শারীরিক বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। এই ভিন্নতা হচ্ছে তার লিঙ্গ পরিচয়। আর চারপাশের মানুষ যখন লিঙ্গ পরিচয়ের জন্য ছেলে ও মেয়ের কাজ, দায়িত্ব ও ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য করে দেয় তখন সেটি হচ্ছে তার জেন্ডার বৈশিষ্ট্য।

পেজ-৪২

মগজধোলাই চলছেই। প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতি ও রীতিনীতির প্রতি বাচ্চার মনে সন্দেহ সৃষ্টি করা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবেই। বিজ্ঞান আমাদেরকে বলছে, ছেলেদের শারীরিক এবং মানসিক গঠন মেয়েদের থেকে ভিন্ন। সংগতকারনেই, ছেলে এবং মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দ, আচার-আচরন তথা জেন্ডার রোল কিছুটা ভিন্ন হবে। কিন্তু, এখানেও সোস্যাল কনস্ট্রাকশন থিওরি প্রয়োগ করে বাচ্চাদের মগজধোলাই করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, ছেলে আর মেয়েদের যে আলাদা আচরণ তা সমাজের চাপিয়ে দেয়া।

নারী ও পুরুষ একে অপরের সহযোগী, প্রতিযোগী নয়। বাবা এবং মা - দুজনই সন্তানের জন্য জরুরি, কিন্তু সন্তানের জীবনে দুজনের ভূমিকা এক নয়। পুরুষের জন্য আউটডোর গেমস যতটা সহজ, নারীর জন্য ততটা সহজ না। নারী খেলাধুলা সখের বসে করতে পারে, কিন্তু সেটাকে পেশা হিসাবে গ্রহন করা নারীর জন্য সহজ নয়।

এসব প্রথা-বিরোধী ধ্যানধারনা বাচ্চাদের মধ্যে ঢোকালে, একসময় পশ্চিমাদের মত আমাদেরও পরিবার বলতে কিছুই থাকবে না।

খুশি আপা তখন বললেন, কয়েকটা প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা চিন্তার খোরাক পেতে পারি। ওরা সবাই মিলে নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করল।

- আমরা নিজেদের ছেলে এবং মেয়ে বলে আলাদা করে চিনি কীভাবে?
- ছেলে বা মেয়ে হিসেবে আমরা আমাদের পছন্দের পোশাক, রং, খেলনা, কাজগুলো কী নিজেরাই পছন্দ করি?
- ছেলেদের খেলনা-মেয়েদের খেলনা, ছেলেদের কাজ-মেয়েদের কাজ কীসের ভিত্তিকে নির্দিষ্ট করি?

একজন মানুষকে বাইরে থেকে দেখেই কি সব সময় সে ছেলে না মেয়ে তা বোঝা যায়?

- অন্যরা আমাদের সম্পর্কে কী ভাবছে তা আমাদের লিঙ্গগত পরিচয়কে কীভাবে প্রভাবিত করে?
- এমনটা কি হতে পারে যে, কাউকে আমরা তার শরীর বা চেহারা দেখে, গলার স্বর শুনে ছেলে বা মেয়ে বলে ভাবছি কিন্তু সে নিজেকে ভিন্ন কিছু ভাবছে?

এই পৃষ্ঠাটা খুবই ভয়ংকর। মগজধোলায়ের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো, মাথায় কোশ্চেন ঢুকিয়ে দেয়া। এই কাজটাই এখানে করা হয়েছে। দুই নাম্বার কোশ্চেনেও সোস্যাল কনস্ট্রাকশন থিওরির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। **ছেলে বা মেয়ে হিসাবে আমরা আমাদের পছন্দের পোশাক, রং, খেলনা, কাজগুলো কী নিজেরাই করি? নাকী সমাজ আমাদের উপর এগুলো চাপিয়ে দেয়?**

তিন নাম্বার প্রশ্নও একই উদ্দেশ্যে করা।

এরপরের প্রশ্নগুলো ট্রান্সজেন্ডার নিয়ে।

একজন মানুষকে বাইরে থেকে দেখেই কি সব সময় সে ছেলে না মেয়ে তা বোঝা যায়? - এ প্রশ্নে দেখলে বাচ্চার মাথায় আসবে, নারী পুরুষ ছাড়াও আরো তো জেন্ডার হয়। বিভিন্ন ধরনের কনটেন্টের মাধ্যমে এলজিবিটিকিউ (লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, ট্রান্সজেন্ডার, কুইয়ার) শব্দটার সাথে নানাভাবে বাচ্চাদের পরিচয় ঘটছে। তারা যখন ক্লাসের বইতে এই প্রশ্ন দেখবে তখন তারা দুইয়ে দুইয়ে চার মিলায়ে ফেলবে।

শেষ প্রশ্নটা দেখুন,

এমনটা কি হতে পারে যে, কাউকে আমরা তার শরীর বা চেহারা দেখে, গলার স্বর শুনে ছেলে বা মেয়ে বলে ভাবছি কিন্তু সে নিজেকে ভিন্ন কিছু ভাবছে?

পাশ্চাত্য সমাজে ট্রান্সজেন্ডার বিকৃতি এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে, বাচ্চারা নিজেদের জেন্ডার নিয়ে মহা-সংশয়ে পড়ে গেছে। অবিভাবকরা এতটাই বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে পড়ে গেছে যে, পশ্চিমের মত লিবারাল সমাজেও ট্রান্সজেন্ডার বিকৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। সেখানে, আমাদের মত রক্ষণশীল সমাজে আমাদের সন্তানদেরকে এই বিকৃতির পথে ঠেলে দেয়াটা কখনোই গ্রহনযোগ্য নয়।

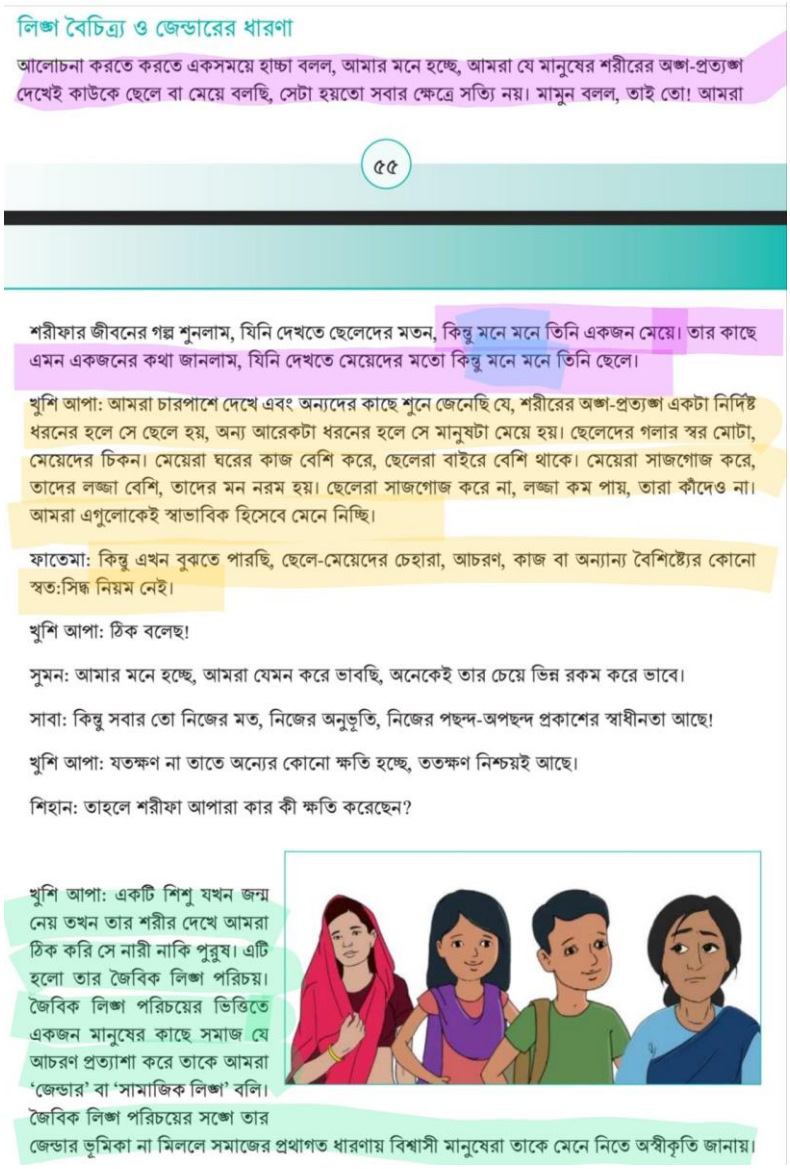

লিঙ্গ বৈচিত্র্য ও জেন্ডারের ধারণা

আলোচনা করতে করতে একসময়ে হাচ্চা বলল, আমার মনে হচ্ছে, আমরা যে মানুষের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়। মামুন বলল, তাই তো! আমরা

৫৫

শরীফার জীবনের গল্প শুনলাম, যিনি দেখতে ছেলেদের মতন, কিন্তু মনে মনে তিনি একজন মেয়ে। তার কাছে এমন একজনের কথা জানলাম, যিনি দেখতে মেয়েদের মতো কিন্তু মনে মনে তিনি ছেলে।

খুশি আপা: আমরা চারপাশে দেখে এবং অন্যদের কাছে শুনে জেনেছি যে, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটা নির্দিষ্ট ধরনের হলে সে ছেলে হয়, অন্য আরেকটা ধরনের হলে সে মানুষটা মেয়ে হয়। ছেলেদের গলার স্বর মোটা, মেয়েদের চিকন। মেয়েরা ঘরের কাজ বেশি করে, ছেলেরা বাইরে বেশি থাকে। মেয়েরা সাজগোজ করে, তাদের লজ্জা বেশি, তাদের মন নরম হয়। ছেলেরা সাজগোজ করে না, লজ্জা কম পায়, তারা কাঁদেও না। আমরা এগুলোকেই স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিচ্ছি।

ফাতেমা: কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, ছেলে-মেয়েদের চেহারা, আচরণ, কাজ বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কোনো স্বত:সিদ্ধ নিয়ম নেই।

খুশি আপা: ঠিক বলেছ!

সুমন: আমার মনে হচ্ছে, আমরা যেমন করে ভাবছি, অনেকেই তার চেয়ে ভিন্ন রকম করে ভাবে।

সাবা: কিন্তু সবার তো নিজের মত, নিজের অনুভূতি, নিজের পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশের স্বাধীনতা আছে!

খুশি আপা: যতক্ষণ না তাতে অন্যের কোনো ক্ষতি হচ্ছে, ততক্ষণ নিশ্চয়ই আছে।

শিহান: তাহলে শরীফা আপারা কার কী ক্ষতি করেছেন?

খুশি আপা: একটি শিশু যখন জন্ম নেয় তখন তার শরীর দেখে আমরা ঠিক করি সে নারী নাকি পুরুষ। এটি হলো তার জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়। জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে একজন মানুষের কাছে সমাজ যে আচরণ প্রত্যাশা করে তাকে আমরা 'জেন্ডার' বা 'সামাজিক লিঙ্গ' বলি। জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়ের সঙ্গে তার জেন্ডার ভূমিকা না মিললে সমাজের প্রথাগত ধারণায় বিশ্বাসী মানুষেরা তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়।

পেজ ৪৪

ট্রান্সজেন্ডারের বৈজ্ঞানিক কোন ভিত্তি নেই। জেন্ডার দুটোই, নারী (XX ক্রোমোজোম) এবং পুরুষ(XY ক্রোমোজোম)। বিজ্ঞান আমাদেরকে এটাই বলে। এর বাইরে যা আছে তা এবনরমালিটি, যেমন ইন্টারসেক্স বা হিজড়া।

এখানে প্রথম লাইন দেখেন, **মনে মনে তিনি একজন মেয়ে।** পরের লাইনে, **মনে মনে তিনি ছেলে।** খুবই হাস্যকর বিষয়। মন চাইলেই যদি ছেলে থেকে মেয়ে এবং মেয়ে থেকে ছেলে হওয়া যায় তাহলে সমাজে একটা অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হতে বাধ্য।

হলুদ কালারে হাইলাইট করা অংশে আবারো সোস্যাল কনস্ট্রাকশন থিওরি প্রয়োগ করে দেখানে হচ্ছে জেন্ডার এবং এর বহিঃপ্রকাশ কোন স্বতঃসিদ্ধ বিষয় নয়, সামাজিকভাবে চাপিয়ে দেয়া বিষয়। মেয়েদের সাজগোছ করা, লজ্জা পাওয়া এগুলো সামাজিকভাবে চাপিয়ে দেয়া বিষয়।

শেষ অংশে(সবুজ কালার) খুশি আপা জৈবিক লিঙ্গ এবং সামাজিক লিঙ্গের যে বিষয়টা সামনে এনেছেন তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমানিত কোন বিষয় নয়। এটা পশ্চিমা বিকৃতি। হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ বা ইন্টারসেক্স বলা হলেও ক্রোমোজমাল লেভেলে তারা নারী অথবা পুরুষেরই ভ্যারিয়ান্ট। হিজড়ারা পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র .০৫%। এই অল্প সংখ্যক মানুষের সেক্স ক্রোমোজমাল এবনরমালিটি আছে। বাকি ৯৯.৯৫% মানুষ নারী অথবা পুরুষ।

Saleh Hasan Naqib
23 January at 10:32 ·

ক্লাস সেভেনের বইয়ে যে শরিফার গল্পটা আছে, সেটা সম্পর্কে দুটো কথা বলা যায়। এক – এটা যারা লিখেছে তারা একেবারেই নির্বোধ এবং মোটা বুদ্ধির লোকজন। কী বলছে, না বুঝেই বলছে। দুই – একদল অতি ধুরন্ধর মানুষ, যারা একেবারে পরিকল্পনা করেই প্যাঁচ কষেছে। আমার বিশ্বাস, দ্বিতীয়টিই সত্য।

এখন দেখতে পাচ্ছি, এই প্যাঁচে অনেকেই ধরাশায়ী হয়েছে, এদের ভেতর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও আছে। আছে তথাকথিত ফেইসবুক বুদ্ধিজিবিরাও। সেই দিক থেকে প্যাঁচ কষাটা স্বার্থক বলা যায়। এদের বিভ্রান্তি আমাকে অবাক করে নি। জীবনের বড় অংশটা শিক্ষিত মানুষদের মাঝেই কেটেছে। এই দেশে 'শিক্ষা' এবং 'অনুধাবনের ক্ষমতা' দুটো ভিন্ন জিনিস।

প্যাঁচটার কথা বলি। খুব পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে শরিফ শারীরিক দিক থেকে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন। সে বায়োলজিক্যালি পুরুষ। মানসিক দিক থেকে সে নিজেকে নারী বলে মনে করে। এই আলাপের সূত্র ধরে চলে যাওয়া হয়েছে হিজড়া প্রসঙ্গে। অথচ শরিফ, হিজড়া নয়। প্যাঁচটা এখানেই। হিজড়া সম্প্রদায় শারীরিক দিক থেকে আলাদা (ইচ্ছে করেই অসম্পূর্ণ/অস্বাভাবিক/ত্রুটিযুক্ত শব্দগুলো ব্যবহার করি নি)। শরিফ নিজেকে শরিফা পরিচয়ে ধারণ করে; এটা একটা মেন্টাল স্টেইট। হিজড়াদের সাথে তাকে মিলিয়ে ফেলা যায় না।

যারা হিজড়া তারা জন্মগত ভাবেই ফিজিক্যালি ডিফারেন্ট। এই পার্থক্য তাদের জীবনকে কঠিন করেছে। একটি মানবিক এবং সুন্দর সমাজের দায়িত্ব তাদের জীবনকে আরো কঠিন না করা। তাদের সকল মানবিক অধিকারের সুরক্ষা দেওয়া। শরিফ/শরিফার ব্যাপারটা আলাদা। এখানেও তার মানসিকতার ব্যাপারে আমাদের কিছু করার আছে। শরিফ/শরিফার জীবনও কঠিন। তার জন্য খারাপ ফিল করাতে দোষের কিছু দেখি না। কিন্তু সে যেভাবে নিজেকে ভাবে, তাতে সামগ্রিক দিক থেকে প্রচুর সমস্যা আছে। একটা উদাহরণ দেওয়াই যথেষ্ট হবে। শারীরিক দিক থেকে নিখুঁত পুরুষ কিন্তু নিজেকে নারী ভাবে, এমন একজনকে কি বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের হলে একটি শেয়ার্ড কক্ষ বরাদ্দ দেওয়া যাবে? দিলে কি তার রুম-মেইট মেয়েটি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে? যদি না করে, তাহলে মেয়েটির অধিকার নিয়ে কি প্রশ্ন তোলা যাবে? কাজেই দেখা যাচ্ছে, বিষয়টি সাধারণ হিজড়া ইস্যু থেকে মৌলিক দিক থেকেই অনেক আলাদা। এমন শত শত উদাহরণ দেওয়া যাবে।

ক্লাস সেভেনের বইয়ে শরিফ/শরিফা অংশটুকু আসলে যা প্রোমোট করেছে তা নিছক হিজড়া সম্প্রদায়ের ব্যাপার নয়। এর পেছনে অন্য ব্যাপার আছে। এটুকু যাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়।

5.6K 283 comments 3.2K shares

আরিফ আজাদ · Follow
কেউ যদি সরাসরি বলে আমি সমকামী, সে কিন্তু আমাদের কনজারভেটিভ সমাজে আটকে যাবে।

কিন্তু একজন স্বাভাবিক পুরুষ যদি বলে, 'শারীরিকভাবে ছেলে হলেও মানসিকভাবে আমি মেয়ে। সুতরাং আমার দরকার একজন ছেলে পার্টনার। আমি এই অধিকার সমাজ আর রাষ্ট্রের কাছে চাই'— এই সমস্ত বকওয়াজকে যদি 'জেণ্ডার আইডেন্টিটি', 'লিঙ্গ বৈচিত্র্য' শব্দের মারপ্যাঁচে উপস্থাপন করা যায়, তাহলে কিন্তু সাধারণ মানুষকে খুব সহজে ঘোল খাওয়ানো যাবে। সাধারণ মানুষ তো এসব শব্দের এনর্জিনিয়ারিং বুঝবে না। তারা ভাববে, 'ও, এরকম মনে হয় কিছু একটা আছে'।

সরাসরি সমকামিতার কথা না বলে, এভাবে অন্য অ্যাপ্রোচেই ওরা সমকামিতাকে নর্মালাইজ করাতে চাচ্ছে।

555

1 w Like Reply

ইতিহাস বিকৃতি

Md Mizanur Rahman is feeling worried at University of Oxford. ...
30 January at 06:24 ·

১
নতুন স্কুল কারিকুলামে,৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান গ্রন্থে যে ইতিহাস লেখা হয়েছে তা 'অখণ্ড ভারত' বয়ানকে ভিত্তি ধরে লেখা হয়েছে।খুবই কৌশলে লেখা হলেও বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ন্যূনতম ধারণা যাদের রয়েছে তারা বিষয়টি ধরে ফেলতে পারবেন।

এ বয়ানের জনক হলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকার (১৮৮৩-১৯৬৬)। যাকে 'হিন্দু ইতিহাস তত্ত্বের' জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়। এটা জ্ঞানচর্চার মহলে 'হিন্দুত্ব' (Hinduttva) কিংবা 'হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন' হিসেবেও পরিচিত। 'অখণ্ড ভারত' বা 'হিন্দুত্ব' (Hinduttva) হলো হিন্দু ধর্মাবলম্বী ও ভূগোল ভিত্তিক একটি রাজনৈতিক মতবাদ যার মূল কথা, দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ (ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান ও আফগানিস্থান) একটি অখণ্ড প্রাচীন ভূখণ্ড বা ভারতবর্ষ যা হিন্দুদের পবিত্র ভূমি ও হিন্দু সভ্যতার সূতিকাগার। এই বয়ান প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, মুসলমানদের (মুসলিম লীগ) সঙ্গে খ্রিষ্টানদের (ব্রিটিশ) আঁতাত ও ভারতীয় কংগ্রেসের আপোষকামীতার ফলে ১৯৪৭ সালে এই ভূখণ্ড খণ্ডিত হয়ে গেছে। বর্তমান যে ভারত তা 'খণ্ডিত'। ধাপে ধাপে এই ভূমি তাঁরা পুনরুদ্ধার করে এক ও অবিভাজ্য হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই হবে অভীষ্ট লক্ষ্য। এই মতবাদ অনুযায়ী খ্রিষ্টান ও মুসলমানরা হলো বহিরাগত ও আক্রমণকারী (Savarkar, V.D. 1923. Hinduttva. Veer Savarkar Prokashan. Bombay.; Savarkar, V.D. 1971. Six Glorious Epochs of Indian History, trans. S.T. Godbole, BalSavarkar, Bombay.; Mishra, A. 2022. Locusts vs. the gigantic octopus: the Hindutva international and "Akhand Bharat" in V.D. Savarkar's history of India, India Review, 21:4-5,512-545)
২.
ইতিহাসের নিরিখে 'অখণ্ড ভারত' হলো একটি কল্পিত ভূখণ্ড যা ইতিহাসের কোনো কালপর্বেই এক ও অখণ্ড ছিল না। বিশেষত, ঐতিহাসিক কালপর্ব আনু.৫০০ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দ থেকে ১৮০০ শতক সময়কালের ভেতরে ভারতের বর্তমান যে ভূখণ্ড সেই ভূখণ্ডটিই কখনো একক শাসনাধীনে থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। মৌর্য থেকে মোগল পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার বছরের ভারতীয় ইতিহাসে মোগলদের সাম্রাজ্য ছিল সবচেয়ে বড় ও বিস্তৃত এবং অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী। বলা হয়ে থাকে যে, মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে ভারতের জিডিপি ছিল পৃথিবীর মাঝে সর্বোচ্চ। অখণ্ড ভারতের কল্পিত সীমানা সেই মোগলদের সময়েও ছিল না।

৩.
এ বইগুলোতে প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে 'বাংলা অঞ্চল' নামের একটি কল্পিত ভূখণ্ডের, যার কোনো সুনির্দিষ্ট সীমানা নাই। ৬ষ্ঠ শ্রেণির বইয়ের ৫১ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, 'এই বাংলা অঞ্চল আর আমাদের বর্তমান বাংলাদেশ কিন্তু এক নয়। বাংলা অঞ্চলেরই পূর্ব অংশে আমরা বাস করি। আবার এই কল্পিত বাংলা অঞ্চলকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে কল্পিত সেই অখণ্ড ভারতের পূর্বাংশে। অর্থাত এই কল্পিত বাংলা অঞ্চল আদতে ভারতবর্ষের অংশ। ৬ষ্ঠ শ্রেণির বইয়ের ৫২ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, 'বাংলা অঞ্চল ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষের পূর্ব অংশ'। ৭ম শ্রেণীর ইতিহা গ্রন্থের ৬৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে কীভাবে অখণ্ড ভারত থেকে কালক্রমে বাংলা নামে ভূ-খণ্ডের উৎপত্তি হয়েছিল-'ভারতবর্ষের পূর্বাংশে অবস্থিত বাংলা অঞ্চল। এই বাংলা অঞ্চলের প্রাচীন 'বঙ্গ' জনপদ থেকে ধীরে ধীরে 'বঙ্গাল' তারপর 'বাঙ্গালা' এবং ১৮ শতক থেকে 'বেঙ্গল' নাম-পরিচিতি গড়ে উঠেছে'। পুরো পাঠ্য বই জুড়েই যে মানচিত্রগুলো দেওয়া হয়েছে সেখানেও বর্তমান ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে একটি একক ভূখণ্ড হিসেবে উপস্থাপন করে, তার ভেতরে বাংলাদেশ/বাংলা অঞ্চলকে নির্দেশ করা হয়েছে যাতে করে শিশু মানসপটে এটি ঐতিহাসিকভাবে একটি অখণ্ড ভূখণ্ড হিসেবে গেঁথে থাকে। ৬ষ্ঠ শ্রেণির বইতে ৬৬ পৃষ্ঠায় খুব স্পষ্টভাবে বাংলাদেশের প্রাচীন ভৌগোলিক পরিচয়টা দেওয়া হচ্ছে এভাবে-'ইতিহাসের আলোকে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, প্রাচীনকালে যে ভূখণ্ড-ভারতবর্ষ নামে পরিচিত ছিল সেই ভূখণ্ড-এখন দক্ষিণ এশিয়া বা ভারতীয় উপমহাদেশ নামে পরিচিত। দক্ষিণ এশিয়ায় বর্তমানে মোট আটটি রাষ্ট্র রয়েছে। এগুলো হলো-আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান এবং মালদ্বীপ'। অর্থাৎ একটা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কল্পিত অখণ্ড ভারতবর্ষ হিসেবে, যার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই এবং আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ আদতে ছিল এই কল্পিত অখণ্ড ভারতের অংশ অবিচ্ছেদ্য অংশ!
৪.
ইতিহাস লিখতে হলে প্রয়োজন হয় 'উপাত্ত' বা 'প্রমাণ'। সেটা হতে পারে লিখিত কিংবা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। এরুপ কোনো নিদর্শনই পাওয়া যায় নাই যা দিয়ে এই বিতর্কিত ন্যারেটিভ দিয়ে প্রাচীন বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা যায়। বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস যারা লিখেছেন কারো লিখনিতেই এ ধরনের বয়ান পাওয়া যায় না। এধরনের ইতিহাস, ইতিহাসের বিকৃতি। এটি চুড়ান্তভাবে অনৈতিহাসিক এবং কল্পকাহিনীর নামান্তর। উপরন্তু, এ ধরনরে ইতিহাস স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অখন্ডতা ও জাতীয় সংহতির জন্য দীর্ঘমেয়াদে সংকটের কারণ হতে পারে।

আশা করি পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখবেন। এই ধরনের বিকৃত ইতিহাস কোনক্রমেই স্কুলের পাঠ্য হতে পারে না। বইগুলোর আমূল সংস্কার করতে হবে। যিনি এই ইতিহাস লিখেছেন তাকে বাদ দিয়ে দেশের প্রথিতযশা প্রত্নতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদদের সমন্বয়ে কমিশন গঠন করতে হবে। এ ধরনের দেশ বিরোধী বিকৃত ইতিহাস কিভাবে এবং কেন লেখা হলো সেটারও তদন্ত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

@followers @highlight

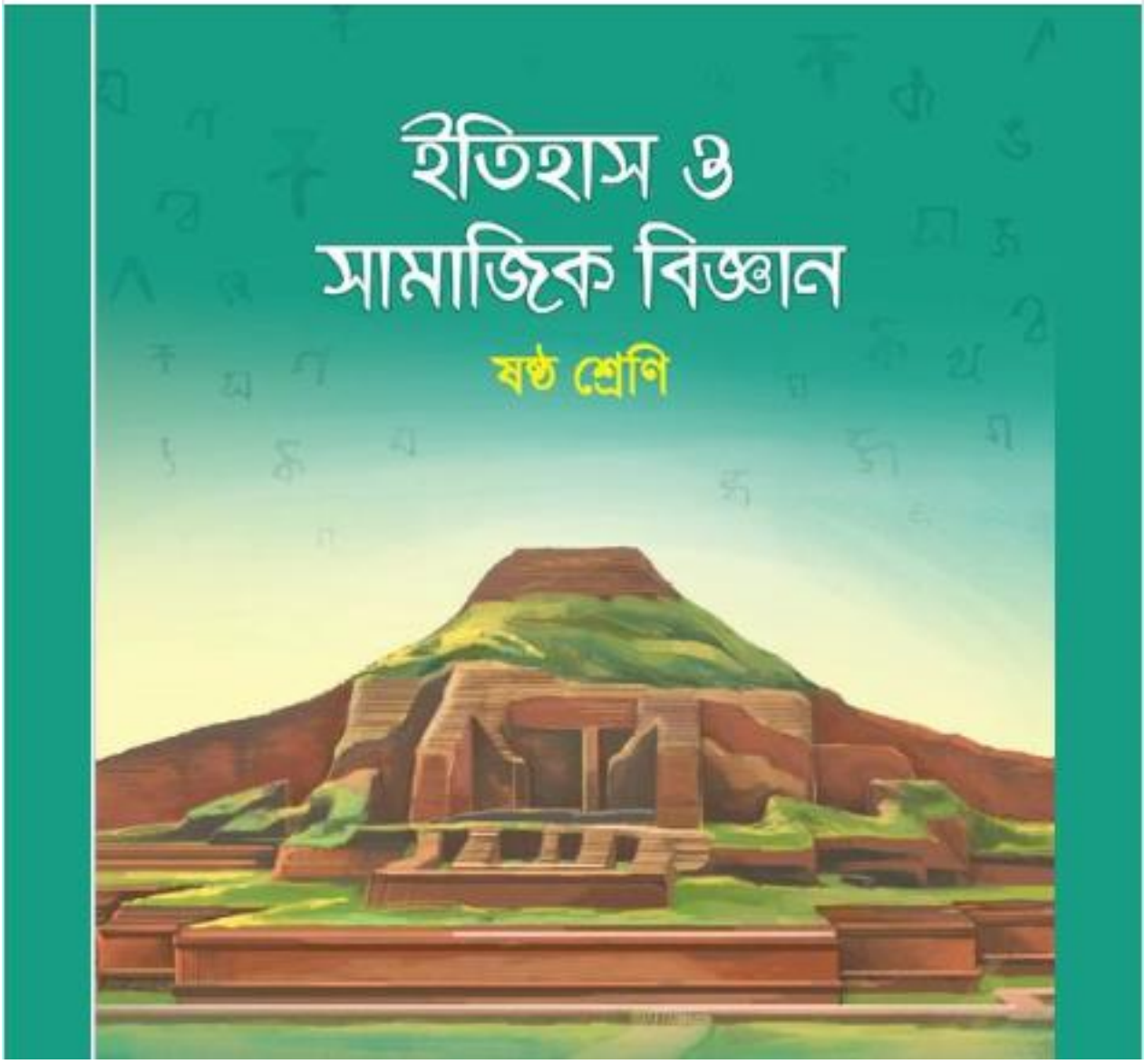

ইসলামবিরোধী ও অন্যান্য ১০ টি ভুলঃ

৩টি ভিডিও ডোকুমেন্টারির লিংক –

1)

https://www.facebook.com/100050584865110/posts/981218050241015/?app=fbl

2)

https://www.facebook.com/100044389155411/posts/989366472552982/?app=fbl

3)

https://www.facebook.com/100044389155411/posts/988009282688701/?app=fbl

শরীফ-শরিফার গল্প ছাড়াও ফ্রি-মিক্সিং, অশ্লীলতা সহ আরোও কিছু বিষয়ে সমস্যা

৩টি ভিডিওর লিংক –

1)
https://www.facebook.com/100000193988731/posts/7852053748144347/?app=fbl

2)
https://www.facebook.com/100000193988731/posts/7841487525867636/?app=fbl

3)
https://www.facebook.com/100000193988731/posts/7837864912896564/?app=fbl

শিক্ষক সহায়িকায় সমস্যা

শিক্ষক সহায়িকার যে পেজগুলো আপনারা দেখছেন সেগুলো গতবছরের। আমাদের প্রতিবাদের মুখে সেখান থেকে কিছু শব্দ বাদ দেয়া হইছে। তবে শিক্ষক সহায়িকায় চেনজ আসলেও শরিফার গল্প একই রয়ে গেছে। এখান থেকে শরিফার গল্পটা ঢুকানোর উদ্দেশ্য পরিস্কার হয়ে যায়।

শরিফার গল্পেও পরিবর্তন আসা দরকার, পরিবর্তন আসা দরকার সব আপত্তিকর কনটেন্টে।

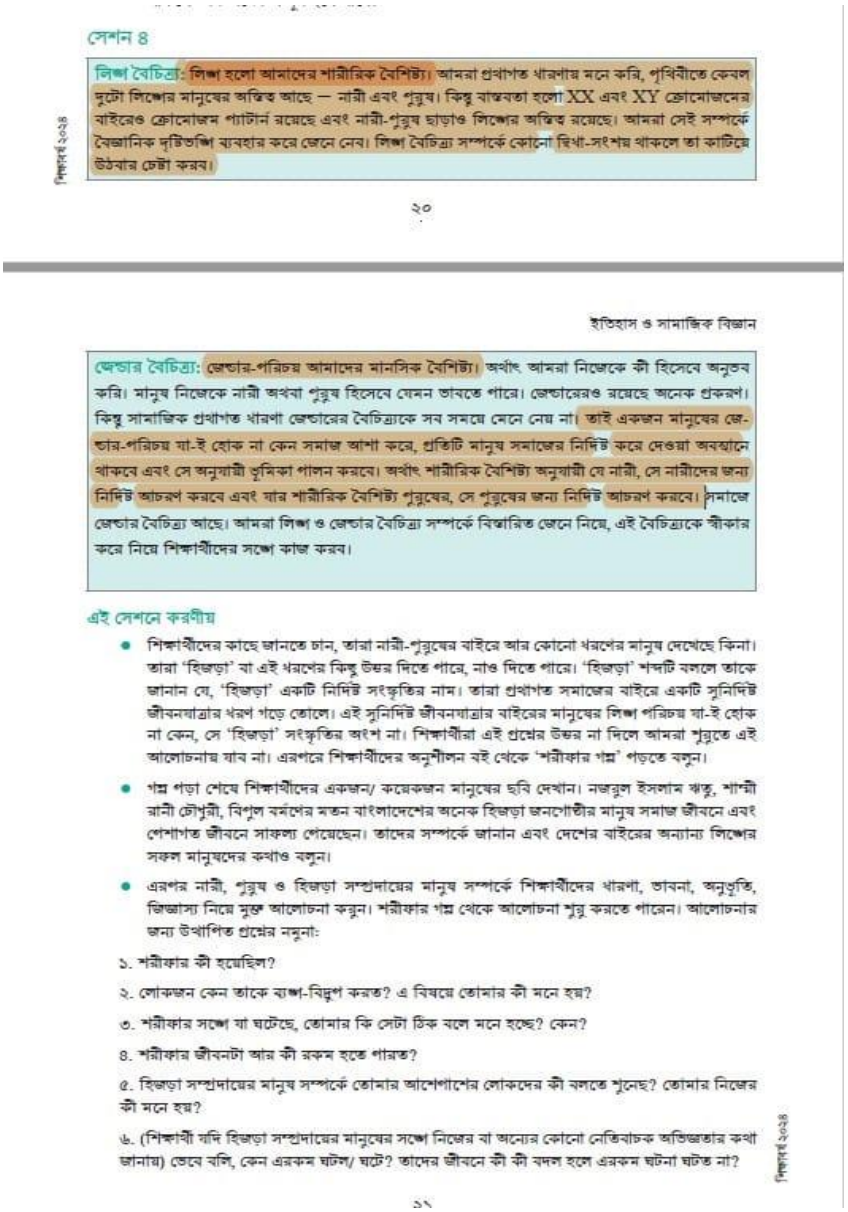

সেশন ৪

লিঙ্গ বৈচিত্র্য: লিঙ্গ হলো আমাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য। আমরা প্রথাগত ধারণায় মনে করি, পৃথিবীতে কেবল দুটো লিঙ্গের মানুষের অস্তিত্ব আছে — নারী এবং পুরুষ। কিন্তু বাস্তবতা হলো XX এবং XY ক্রোমোজমের বাইরেও ক্রোমোজম প্যাটার্ন রয়েছে এবং নারী-পুরুষ ছাড়াও লিঙ্গের অস্তিত্ব রয়েছে। আমরা সেই সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে জেনে নেব। লিঙ্গ বৈচিত্র্য সম্পর্কে কোনো দ্বিধা-সংশয় থাকলে তা কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করব।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

২০

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

জেন্ডার বৈচিত্র্য: জেন্ডার-পরিচয় আমাদের মানসিক বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ আমরা নিজেকে কী হিসেবে অনুভব করি। মানুষ নিজেকে নারী অথবা পুরুষ হিসেবে যেমন ভাবতে পারে। জেন্ডারেরও রয়েছে অনেক প্রকরণ। কিন্তু সামাজিক প্রথাগত ধারণা জেন্ডারের বৈচিত্র্যকে সব সময়ে মেনে নেয় না। তাই একজন মানুষের জেন্ডার-পরিচয় যা-ই হোক না কেন সমাজ আশা করে, প্রতিটি মানুষ সমাজের নির্দিষ্ট করে দেওয়া অবস্থানে থাকবে এবং সে অনুযায়ী ভূমিকা পালন করবে। অর্থাৎ শারীরিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যে নারী, সে নারীদের জন্য নির্দিষ্ট আচরণ করবে এবং যার শারীরিক বৈশিষ্ট্য পুরুষের, সে পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট আচরণ করবে। সমাজে জেন্ডার বৈচিত্র্য আছে। আমরা লিঙ্গ ও জেন্ডার বৈচিত্র্য সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিয়ে, এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করব।

এই সেশনে করণীয়

- শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান, তারা নারী-পুরুষের বাইরে আর কোনো ধরণের মানুষ দেখেছে কিনা। তারা 'হিজড়া' বা এই ধরণের কিছু উত্তর দিতে পারে, নাও দিতে পারে। 'হিজড়া' শব্দটি বললে তাকে জানান যে, 'হিজড়া' একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির নাম। তারা প্রথাগত সমাজের বাইরে একটি সুনির্দিষ্ট জীবনযাত্রার ধরণ গড়ে তোলে। এই সুনির্দিষ্ট জীবনযাত্রার বাইরের মানুষের লিঙ্গ পরিচয় যা-ই হোক না কেন, সে 'হিজড়া' সংস্কৃতির অংশ না। শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নের উত্তর না দিলে আমরা পুরুতে এই আলোচনায় যাব না। এরপরে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন বই থেকে 'শরীফার গল্প' পড়তে বলুন।
- গল্প পড়া শেষে শিক্ষার্থীদের একজন/ কয়েকজন মানুষের ছবি দেখান। নজরুল ইসলাম ঝন্টু, শাল্মী রানী চৌধুরী, বিপুল বর্মণের মতন বাংলাদেশের অনেক হিজড়া জনগোষ্ঠীর মানুষ সমাজ জীবনে এবং পেশাগত জীবনে সাফল্য পেয়েছেন। তাদের সম্পর্কে জানান এবং দেশের বাইরের অন্যান্য লিঙ্গের সফল মানুষদের কথাও বলুন।
- এরপর নারী, পুরুষ ও হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা, ভাবনা, অনুভূতি, জিজ্ঞাস্য নিয়ে মুক্ত আলোচনা করুন। শরীফার গল্প থেকে আলোচনা শুরু করতে পারেন। আলোচনার জন্য উত্থাপিত প্রশ্নের নমুনা:

১. শরীফার কী হয়েছিল?

২. লোকজন কেন তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করত? এ বিষয়ে তোমার কী মনে হয়?

৩. শরীফার সঙ্গে যা ঘটেছে, তোমার কি সেটা ঠিক বলে মনে হচ্ছে? কেন?

৪. শরীফার জীবনটা আর কী রকম হতে পারত?

৫. হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষ সম্পর্কে তোমার আশেপাশের লোকদের কী বলতে শুনেছ? তোমার নিজের কী মনে হয়?

৬. (শিক্ষার্থী যদি হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে নিজের বা অন্যের কোনো নেতিবাচক অভিজ্ঞতার কথা জানায়) তবে বলি, কেন এরকম ঘটল/ ঘটে? তাদের জীবনে কী কী বদল হলে এরকম ঘটনা ঘটত না?

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

২১

গত বছরের পেজের ছবি নিচে দেয়া হলো-

এই সেশনে করণীয়:

- শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইব, তারা নারী-পুরুষের বাইরে আর কোনো ধরণের মানুষ দেখেছে কিনা। তারা 'হিজড়া' বা এই ধরণের কিছু উত্তর দিতে পারে, নাও দিতে পারে। 'হিজড়া' শব্দটি বললে তাকে জানাব যে, 'হিজড়া' একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির নাম। তারা প্রথাগত সমাজের বাইরে একটি সুনির্দিষ্ট জীবনযাত্রার ধরণ গড়ে তোলে। এই সুনির্দিষ্ট জীবনযাত্রার বাইরের মানুষের লিঙ্গ পরিচয় যা-ই হোক না কেন, সে 'হিজড়া' সংস্কৃতির অংশ না। শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নের উত্তর না দিলে আমরা শুরুতে এই আলোচনায় যাব না। এরপরে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন বই থেকে 'শরীফার গল্প' পড়তে বলব।
- গল্প পড়া শেষে শিক্ষার্থীদের একজন/ কয়েকজন ট্রান্সজেন্ডার মানুষের ছবি দেখাব। নজরুল ইসলাম ঋতু, শাম্মী রানী চৌধুরী, বিপুল বর্মণের মতন বাংলাদেশের অনেক ট্রান্সজেন্ডার এবং হিজড়া জনগোষ্ঠীর মানুষ সমাজ জীবনে এবং পেশাগত জীবনে সাফল্য পেয়েছেন। তাদের সম্পর্কে জানাব এবং দেশের বাইরের অন্যান্য লিঙ্গের সফল মানুষদের কথাও বলব। আমার বলায় যেন সংবেদনশীলতার অভাব না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখব।
- এরপর নারী, পুরুষ, ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা, ভাবনা, অনুভূতি, জিজ্ঞাস্য নিয়ে মুক্ত আলোচনা করতে দেবো। শরীফার গল্প থেকে আলোচনা শুরু করতে পারি। আলোচনার জন্য উত্থাপিত প্রশ্নের নমুনা:

১. শরীফার কী হয়েছিল?

২. লোকজন কেন তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করত? এ বিষয়ে তোমার কী মনে হয়?

৩. শরীফার সঙ্গে যা ঘটেছে, তোমার কি সেটা ঠিক বলে মনে হচ্ছে? কেন?

৪. শরীফার জীবনটা আর কী রকম হতে পারত?

৫. হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষ সম্পর্কে তোমার আশেপাশের লোকদের কী বলতে শুনেছ? তোমার নিজের কী মনে হয়?

৬. (শিক্ষার্থী যদি হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে নিজের বা অন্যের কোনো নেতিবাচক অভিজ্ঞতার কথা জানায়) ভেবে বলি, কেন এরকম ঘটল/ ঘটে? তাদের জীবনে কী কী বদল হলে এরকম ঘটনা ঘটত না?

মুক্ত আলোচনায় তাদের অনেক কিছু বলে দেবো— এমনটা নয়; বরং তাদের অনেক কিছু বলতে দেবো। অর্থাৎ মন খুলে কথা বলবার, নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করবার সুযোগ দেবো। ভাবা, প্রশ্ন করা, উত্তর খোঁজার পরিসর দেবো। শিক্ষার্থী যদি এমন কোনো কথা বলে যেটি অসংবেদনশীল বলে মনে হচ্ছে, তাহলে "এটা কী ধরণের কথা বললে!"— এই জাতীয় বাক্যের প্রয়োগ করব না। প্রয়োজনবোধে বলব, "আমরা কি বিষয়টা নিয়ে আর একটু ভাবব?" অথবা "তোমার কথা তো জানলাম, এই বিষয়ে অন্যদের কী মত, শুনে দেখি তো।"

কয়েকজনকে প্রশ্ন করব, তারা কেন ওখানে দাঁড়িয়েছে। তাতে তাদের সম্প্রদায়ের ধারণায় অস্পষ্টতা থাকলে তার অনেকটা দূর হয়ে যাবে।

লিঙ্গ ও জেন্ডারের ধারণা

- লিঙ্গ ও জেন্ডারের ধারণা লাভের কার্যাবলী: সেশন ৩-৫.৫

থিম: ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়া

সেশন ৩: ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া জনগোষ্ঠী সম্পর্কে জানা

লিঙ্গ ও জেন্ডারের ধারণার সঙ্গে পরিচিত হওয়া

সেশন ৪-৫.৫: লিঙ্গ বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানা

বুব্রিক্স ব্যবহার করে হিজড়া জনগোষ্ঠীকে একটি সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করা

থিম: ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়া

সেশন ৩: ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া জনগোষ্ঠী সম্পর্কে জানা

এই সেশনে কাজ শুরু করবার আগে নিচের বিষয়গুলো খেয়াল রাখব:

লিঙ্গ বৈচিত্র্য: লিঙ্গ হলো আমাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য। আমরা প্রথাগত ধারণায় মনে করি, পৃথিবীতে কেবল দুটো লিঙ্গের মানুষের অস্তিত্ব আছে — নারী এবং পুরুষ। কিন্তু বাস্তবতা হলো XX এবং XY ক্রোমোজমের বাইরেও ক্রোমোজম প্যাটার্ন রয়েছে এবং নারী-পুরুষ ছাড়াও লিঙ্গের অস্তিত্ব রয়েছে। আমরা সেই সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে জেনে নেব। লিঙ্গ বৈচিত্র্য সম্পর্কে কোনো দ্বিধা-সংশয় থাকলে তা কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করব।

জেন্ডার বৈচিত্র্য: জেন্ডার-পরিচয় আমাদের মানসিক বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ আমরা নিজেকে কী হিসেবে অনুভব করি। মানুষ নিজেকে নারী অথবা পুরুষ হিসেবে যেমন ভাবতে পারে, তেমনি নারী বা পুরুষের যে প্রথাগত ধারণা আছে, তার বাইরে গিয়েও নিজেকে অনুভব করতে পারে; তার শারীরিক লিঙ্গ পরিচয় যেমনই হোক না কেন। জেন্ডারেরও রয়েছে অনেক প্রকরণ। কিন্তু সামাজিক প্রথাগত ধারণা জেন্ডারের বৈচিত্র্যকে সব সময়ে মেনে নেয় না। তাই একজন মানুষের জেন্ডার-পরিচয় যা-ই হোক না কেন সমাজ আশা করে, প্রতিটি মানুষ সমাজের নির্দিষ্ট করে দেওয়া অবস্থানে থাকবে এবং সে অনুযায়ী ভূমিকা পালন করবে। অর্থাৎ শারীরিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যে নারী, সে নারীদের জন্য নির্দিষ্ট আচরণ করবে এবং যার শারীরিক বৈশিষ্ট্য পুরুষের, সে পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট আচরণ করবে। কিন্তু সমাজের এই বেধে দেওয়া জেন্ডার-ভূমিকা বাস্তবতার সঙ্গে সবসময়ে মেলে না; সমাজে জেন্ডার বৈচিত্র্য আছে। আমরা লিঙ্গ ও জেন্ডার বৈচিত্র্য সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিয়ে, এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করব।

শিক্ষক সহায়িকা নতুন ২০২৪ সালেও ট্রান্সজেন্ডার শব্দটি মোট ৫ বার আছে।

২০২৪ সালের ৭ম শ্রেণীর ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান বইয়ের ৭০ এবং ৭৭ পৃষ্টা দেখতে পারেন। আমি ছবি দিচ্ছি ইন শা আল্লাহ –

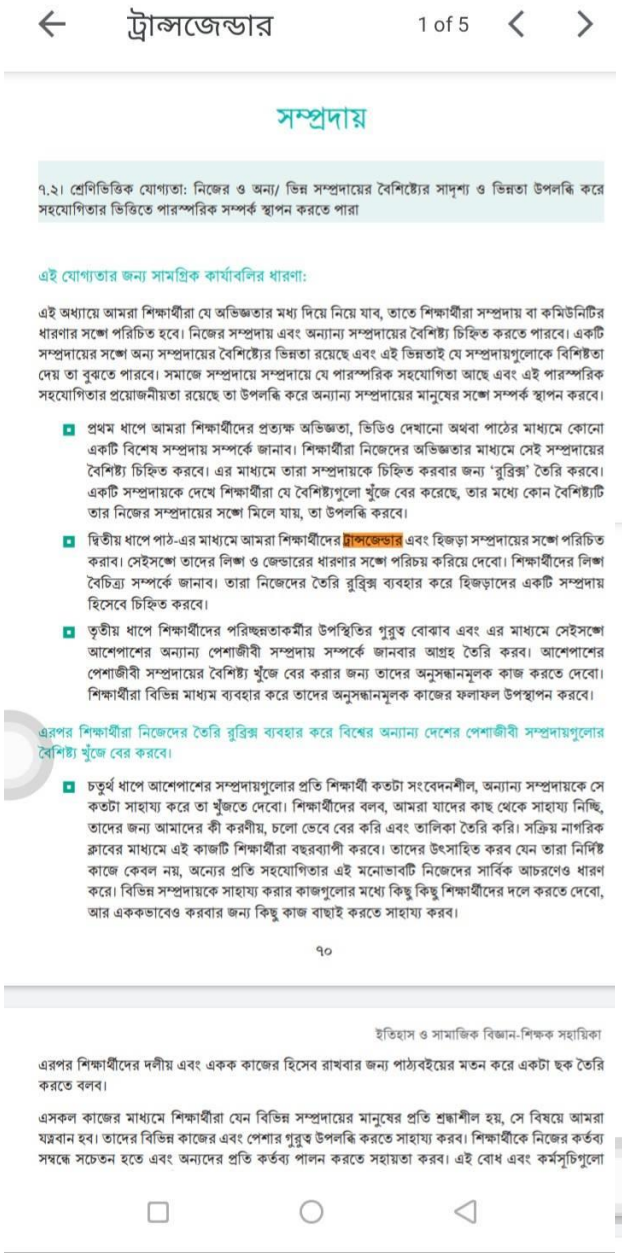

← ট্রান্সজেন্ডার 1 of 5 < >

সম্প্রদায়

৭.২। শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা: নিজের ও অন্য/ ভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ও ভিন্নতা উপলব্ধি করে সহযোগিতার ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারা

এই যোগ্যতার জন্য সামগ্রিক কার্যাবলির ধারণা:

এই অধ্যায়ে আমরা শিক্ষার্থীরা যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাব, তাতে শিক্ষার্থীরা সম্প্রদায় বা কমিউনিটির ধারণার সঙ্গে পরিচিত হবে। নিজের সম্প্রদায় এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবে। একটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা রয়েছে এবং এই ভিন্নতাই যে সম্প্রদায়গুলোকে বিশিষ্টতা দেয় তা বুঝতে পারবে। সমাজে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে পারস্পরিক সহযোগিতা আছে এবং এই পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা উপলব্ধি করে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে।

- প্রথম ধাপে আমরা শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, ভিডিও দেখানো অথবা পাঠের মাধ্যমে কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায় সম্পর্কে জানাব। শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সেই সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করবে। এর মাধ্যমে তারা সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করবার জন্য 'রুব্রিক্স' তৈরি করবে। একটি সম্প্রদায়কে দেখে শিক্ষার্থীরা যে বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে বের করেছে, তার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যটি তার নিজের সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলে যায়, তা উপলব্ধি করবে।
- দ্বিতীয় ধাপে পাঠ-এর মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের ট্রান্সজেন্ডার এবং হিজড়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত করাব। সেইসঙ্গে তাদের লিঙ্গ ও জেন্ডারের ধারণার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। শিক্ষার্থীদের লিঙ্গ বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানাব। তারা নিজেদের তৈরি রুব্রিক্স ব্যবহার করে হিজড়াদের একটি সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করবে।
- তৃতীয় ধাপে শিক্ষার্থীদের পরিচ্ছন্নতাকর্মীর উপস্থিতির গুরুত্ব বোঝাব এবং এর মাধ্যমে সেইসঙ্গে আশেপাশের অন্যান্য পেশাজীবী সম্প্রদায় সম্পর্কে জানবার আগ্রহ তৈরি করব। আশেপাশের পেশাজীবী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করার জন্য তাদের অনুসন্ধানমূলক কাজ করতে দেবো। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে তাদের অনুসন্ধানমূলক কাজের ফলাফল উপস্থাপন করবে।

এরপর শিক্ষার্থীরা নিজেদের তৈরি রুব্রিক্স ব্যবহার করে বিশ্বের অন্যান্য দেশের পেশাজীবী সম্প্রদায়গুলোর বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করবে।

- চতুর্থ ধাপে আশেপাশের সম্প্রদায়গুলোর প্রতি শিক্ষার্থী কতটা সংবেদনশীল, অন্যান্য সম্প্রদায়কে সে কতটা সাহায্য করে তা খুঁজতে দেবো। শিক্ষার্থীদের বলব, আমরা যাদের কাছ থেকে সাহায্য নিচ্ছি, তাদের জন্য আমাদের কী করণীয়, চলো ভেবে বের করি এবং তালিকা তৈরি করি। সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে এই কাজটি শিক্ষার্থীরা বছরব্যাপী করবে। তাদের উৎসাহিত করব যেন তারা নির্দিষ্ট কাজে কেবল নয়, অন্যের প্রতি সহযোগিতার এই মনোভাবটি নিজেদের সার্বিক আচরণেও ধারণ করে। বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সাহায্য করার কাজগুলোর মধ্যে কিছু কিছু শিক্ষার্থীদের দলে করতে দেবো, আর এককভাবেও করবার জন্য কিছু কাজ বাছাই করতে সাহায্য করব।

৭০

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান-শিক্ষক সহায়িকা

এরপর শিক্ষার্থীদের দলীয় এবং একক কাজের হিসেব রাখবার জন্য পাঠ্যবইয়ের মতন করে একটা ছক তৈরি করতে বলব।

এসকল কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, সে বিষয়ে আমরা যত্নবান হব। তাদের বিভিন্ন কাজের এবং পেশার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করব। শিক্ষার্থীকে নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে এবং অন্যদের প্রতি কর্তব্য পালন করতে সহায়তা করব। এই বোধ এবং কর্মসূচিগুলো

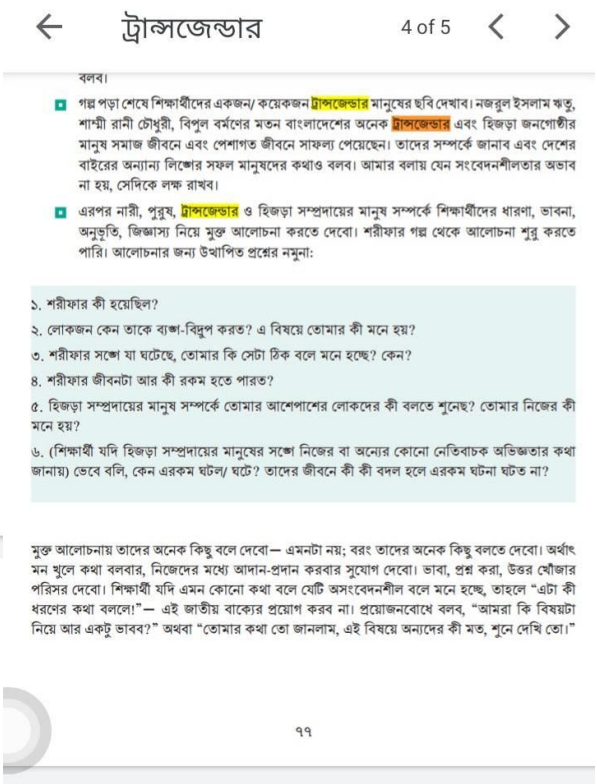

← ট্রান্সজেন্ডার 4 of 5 < >

বলব।

- গল্প পড়া শেষে শিক্ষার্থীদের একজন/ কয়েকজন ট্রান্সজেন্ডার মানুষের ছবি দেখাব। নজরুল ইসলাম খতু, শাম্মী রানী চৌধুরী, বিপুল বর্মণের মতন বাংলাদেশের অনেক ট্রান্সজেন্ডার এবং হিজড়া জনগোষ্ঠীর মানুষ সমাজ জীবনে এবং পেশাগত জীবনে সাফল্য পেয়েছেন। তাদের সম্পর্কে জানাব এবং দেশের বাইরের অন্যান্য লিঙ্গের সফল মানুষদের কথাও বলব। আমার বলায় যেন সংবেদনশীলতার অভাব না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখব।
- এরপর নারী, পুরুষ, ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা, ভাবনা, অনুভূতি, জিজ্ঞাস্য নিয়ে মুক্ত আলোচনা করতে দেবো। শরীফার গল্প থেকে আলোচনা শুরু করতে পারি। আলোচনার জন্য উত্থাপিত প্রশ্নের নমুনা:

১. শরীফার কী হয়েছিল?

২. লোকজন কেন তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করত? এ বিষয়ে তোমার কী মনে হয়?

৩. শরীফার সঙ্গে যা ঘটেছে, তোমার কি সেটা ঠিক বলে মনে হচ্ছে? কেন?

৪. শরীফার জীবনটা আর কী রকম হতে পারত?

৫. হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষ সম্পর্কে তোমার আশেপাশের লোকদের কী বলতে শুনেছ? তোমার নিজের কী মনে হয়?

৬. (শিক্ষার্থী যদি হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে নিজের বা অন্যের কোনো নেতিবাচক অভিজ্ঞতার কথা জানায়) ভেবে বলি, কেন এরকম ঘটল/ ঘটে? তাদের জীবনে কী কী বদল হলে এরকম ঘটনা ঘটত না?

মুক্ত আলোচনায় তাদের অনেক কিছু বলে দেবো— এমনটা নয়; বরং তাদের অনেক কিছু বলতে দেবো। অর্থাৎ মন খুলে কথা বলবার, নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করবার সুযোগ দেবো। ভাবা, প্রশ্ন করা, উত্তর খোঁজার পরিসর দেবো। শিক্ষার্থী যদি এমন কোনো কথা বলে যেটি অসংবেদনশীল বলে মনে হচ্ছে, তাহলে "এটা কী ধরণের কথা বললে!"— এই জাতীয় বাক্যের প্রয়োগ করব না। প্রয়োজনবোধে বলব, "আমরা কি বিষয়টা নিয়ে আর একটু ভাবব?" অথবা "তোমার কথা তো জানলাম, এই বিষয়ে অন্যদের কী মত, শুনে দেখি তো।"

৭৭

সেশন ৪-৫.৫: লিঙ্গ ও জেন্ডারের ধারণার সঙ্গে পরিচিত হওয়া

এই সেশনে করণীয়:

- দুটো আলাদা পোস্টার পেপার/ খবরের কাগজে সকলের জন্য দৃশ্যমান করে ছেলেদের জিনিস এবং মেয়েদের জিনিস শিরোনাম লিখব। কাগজদুটো দেয়ালে ঝুলিয়ে দেবো। (ছবির পেছনে বোথ সাইড টেপ ব্যবহার করে বোর্ডেও কাজটি করতে পারি)। এরপর শিক্ষার্থীদের কিছু খেলনা, সাজগোজের জিনিস, কাজের সরঞ্জাম, পোশাক ইত্যাদির ছবি দেখাব। ছবিগুলো যেন অনুশীলন বইয়ের নমুনা ছবির মতন সুনির্দিষ্ট করে ছেলেদের বা মেয়েদের জন্য বানানো পণ্যের হয়। শিক্ষার্থীদের বলব, ছেলে আর মেয়ে দুটো দলে ভাগ হয়ে যেতে। তারপর শিক্ষার্থীদের বলব, যে জিনিসগুলোকে সাধারণভাবে ছেলেদের আর যে জিনিসগুলোকে মেয়েদের বলা হয়, সেগুলো দল অনুযায়ী বেছে নাও। বাছবার পরে সেগুলো শিরোনাম অনুযায়ী পোস্টার পেপারে সাঁটিয়ে দিতে বলব। সাঁটানো হলে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইব,

তোমরা কেন এই জিনিসগুলো বেছে নিলে? তারা হয়ত উত্তর দেবে, এগুলো ছেলেদের জিনিস/ এগুলো মেয়েদের জিনিস। এবারে প্রশ্ন করব, কীভাবে তোমরা জানলে কোনটা ছেলেদের জিনিস আর কোনটা মেয়েদের জিনিস?

মাদ্রাসার বইয়ে সমস্যা:

- Associate Professor, Dept. of Communication and Journalism, CU
  PhD in Communication, USM, Malaysia

৪টি ডকুমেন্টারি –

2) https://www.facebook.com/nasirctg/videos/1080662693168395/?app=fbl

3) https://www.facebook.com/nasirctg/videos/398897132805810/?app=fbl

4) https://www.facebook.com/nasirctg/videos/1142097956782090/?app=fbl

5) https://www.facebook.com/nasirctg/videos/1206789233628996/?app=fbl

নবীদের কার্টুনজনিত সমস্যা:

ডা. শামসুল আরেফিন শক্তি

(MD (Physiology) at Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University,
(Master's) Department of Islamic history and culture at Asian University of Bangladesh,
Medical Officer at Ministry of Health and Family Welfare,
Works at Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University-BSMMU)

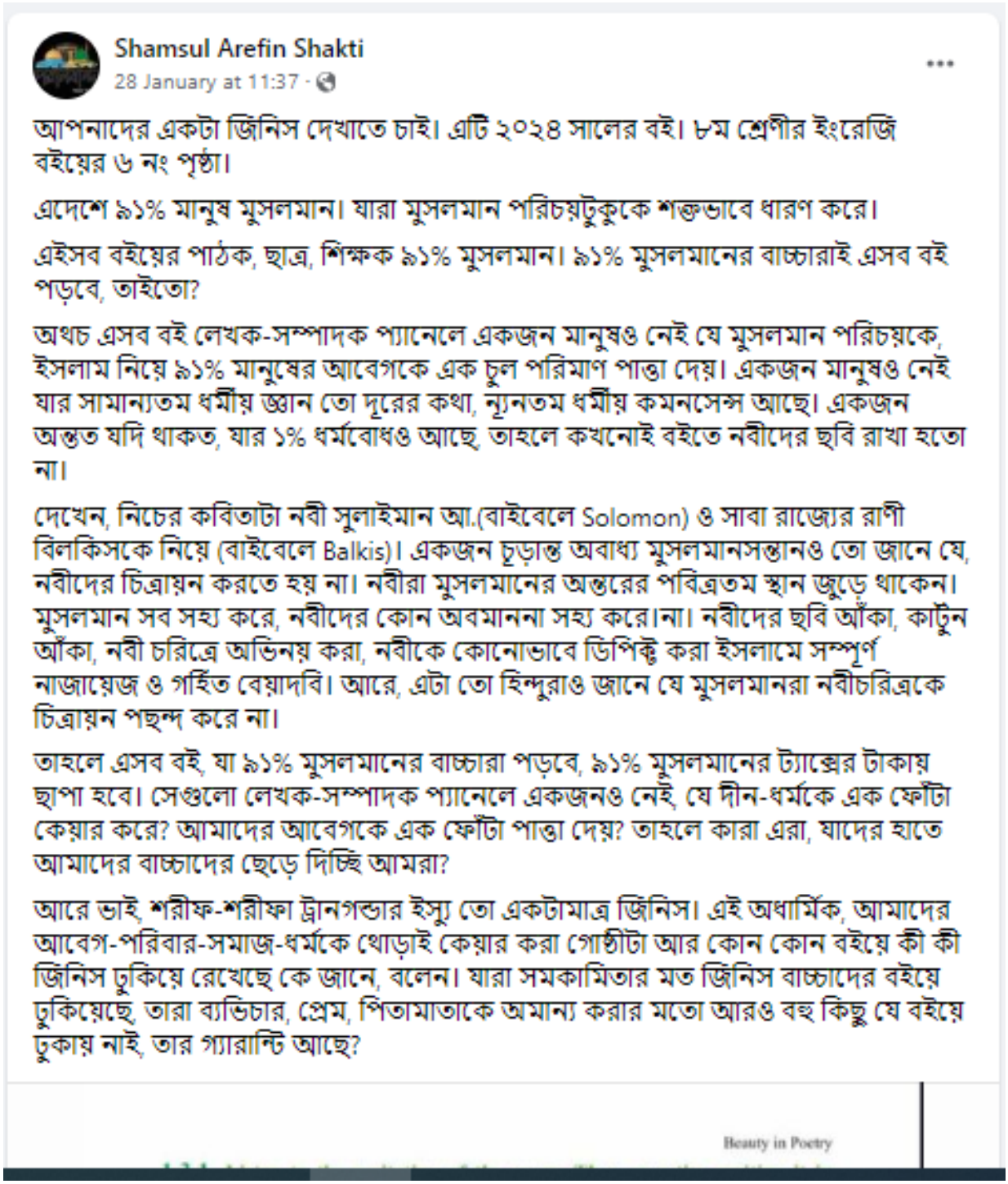

Shamsul Arefin Shakti
28 January at 11:37 ·

আপনাদের একটা জিনিস দেখাতে চাই। এটি ২০২৪ সালের বই। ৮ম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের ৬ নং পৃষ্ঠা।

এদেশে ৯১% মানুষ মুসলমান। যারা মুসলমান পরিচয়টুকুকে শক্তভাবে ধারণ করে।

এইসব বইয়ের পাঠক, ছাত্র, শিক্ষক ৯১% মুসলমান। ৯১% মুসলমানের বাচ্চারাই এসব বই পড়বে, তাইতো?

অথচ এসব বই লেখক-সম্পাদক প্যানেলে একজন মানুষও নেই যে মুসলমান পরিচয়কে, ইসলাম নিয়ে ৯১% মানুষের আবেগকে এক চুল পরিমাণ পাত্তা দেয়। একজন মানুষও নেই যার সামান্যতম ধর্মীয় জ্ঞান তো দূরের কথা, ন্যূনতম ধর্মীয় কমনসেন্স আছে। একজন অন্তত যদি থাকত, যার ১% ধর্মবোধও আছে, তাহলে কখনোই বইতে নবীদের ছবি রাখা হতো না।

দেখেন, নিচের কবিতাটা নবী সুলাইমান আ.(বাইবেলে Solomon) ও সাবা রাজ্যের রাণী বিলকিসকে নিয়ে (বাইবেলে Balkis)। একজন চূড়ান্ত অবাধ্য মুসলমানসন্তানও তো জানে যে, নবীদের চিত্রায়ন করতে হয় না। নবীরা মুসলমানের অন্তরের পবিত্রতম স্থান জুড়ে থাকেন। মুসলমান সব সহ্য করে, নবীদের কোন অবমাননা সহ্য করে।না। নবীদের ছবি আঁকা, কার্টুন আঁকা, নবী চরিত্রে অভিনয় করা, নবীকে কোনোভাবে ডিপিক্ট করা ইসলামে সম্পূর্ণ নাজায়েজ ও গর্হিত বেয়াদবি। আরে, এটা তো হিন্দুরাও জানে যে মুসলমানরা নবীচরিত্রকে চিত্রায়ন পছন্দ করে না।

তাহলে এসব বই, যা ৯১% মুসলমানের বাচ্চারা পড়বে, ৯১% মুসলমানের ট্যাক্সের টাকায় ছাপা হবে। সেগুলো লেখক-সম্পাদক প্যানেলে একজনও নেই, যে দীন-ধর্মকে এক ফোঁটা কেয়ার করে? আমাদের আবেগকে এক ফোঁটা পাত্তা দেয়? তাহলে কারা এরা, যাদের হাতে আমাদের বাচ্চাদের ছেড়ে দিচ্ছি আমরা?

আরে ভাই, শরীফ-শরীফা ট্রানগন্ডার ইস্যু তো একটামাত্র জিনিস। এই অধার্মিক, আমাদের আবেগ-পরিবার-সমাজ-ধর্মকে থোড়াই কেয়ার করা গোষ্ঠীটা আর কোন কোন বইয়ে কী কী জিনিস ঢুকিয়ে রেখেছে কে জানে, বলেন। যারা সমকামিতার মত জিনিস বাচ্চাদের বইয়ে ঢুকিয়েছে, তারা ব্যভিচার, প্রেম, পিতামাতাকে অমান্য করার মতো আরও বহু কিছু যে বইয়ে ঢুকায় নাই, তার গ্যারান্টি আছে?

Beauty in Poetry

1.3.1 Listen to the recitation of the poem. Then, practice reciting it in pairs/groups. Finally, recite it for the whole class.

(কবিতাটির আবৃত্তি শোনো। তারপর, জোড়ায়/দলে এটি অনুশীলন করো। সবশেষে, পুরো ক্লাসের জন্য এটি আবৃত্তি করো।)

True Royalty

By Rudyard Kipling

There was never a Queen like Balkis,
From here to the wide world's end;
But Balkis talked to a butterfly
As you would talk to a friend.

There was never a King like Solomon,
Not since the world began;
But Solomon talked to a butterfly
As a man would talk to a man.

She was Queen of Sabaea—
And he was Asia's Lord—
But they both of 'em talked to butterflies
When they took their walks abroad.

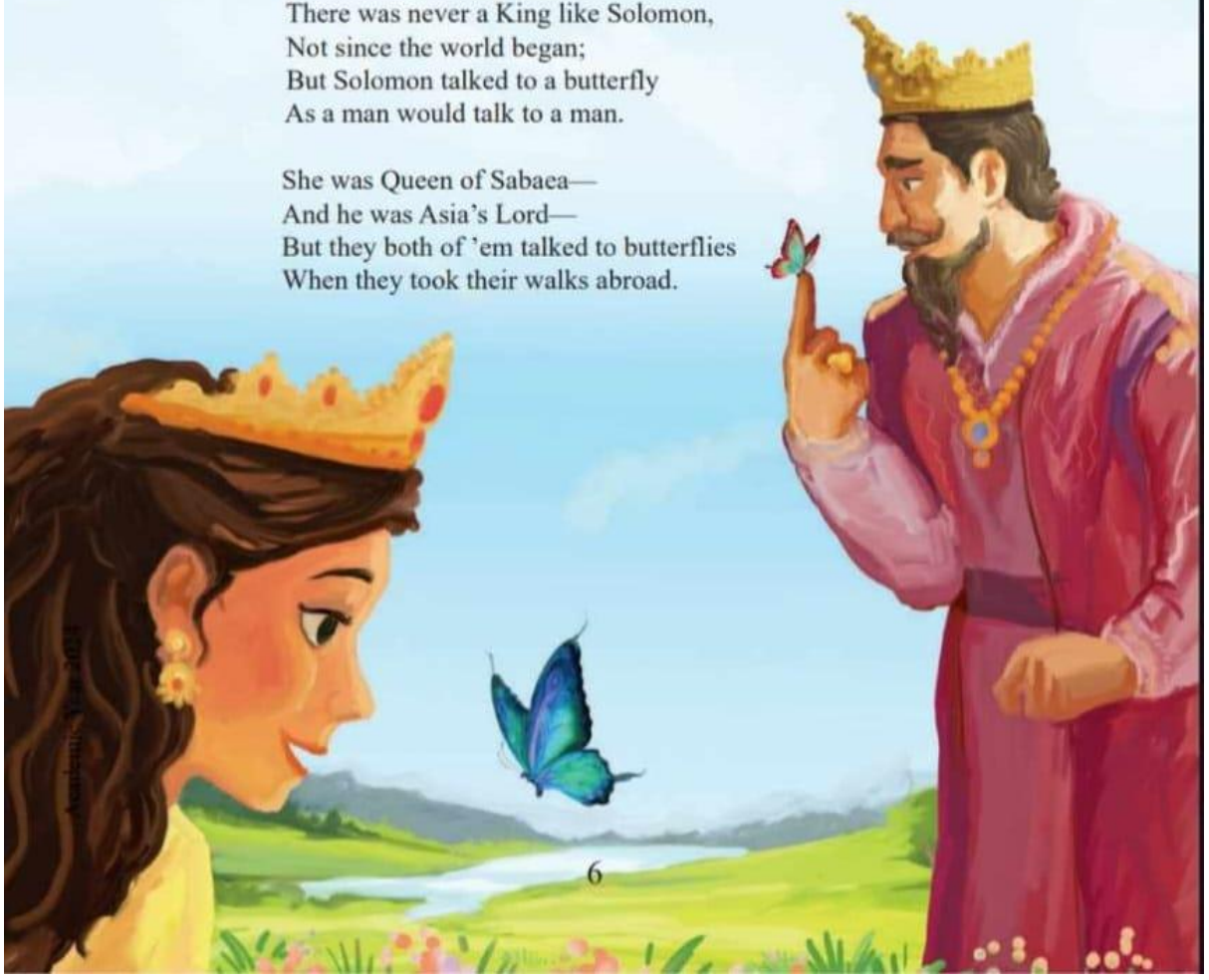

আরেকটি সমস্যা –

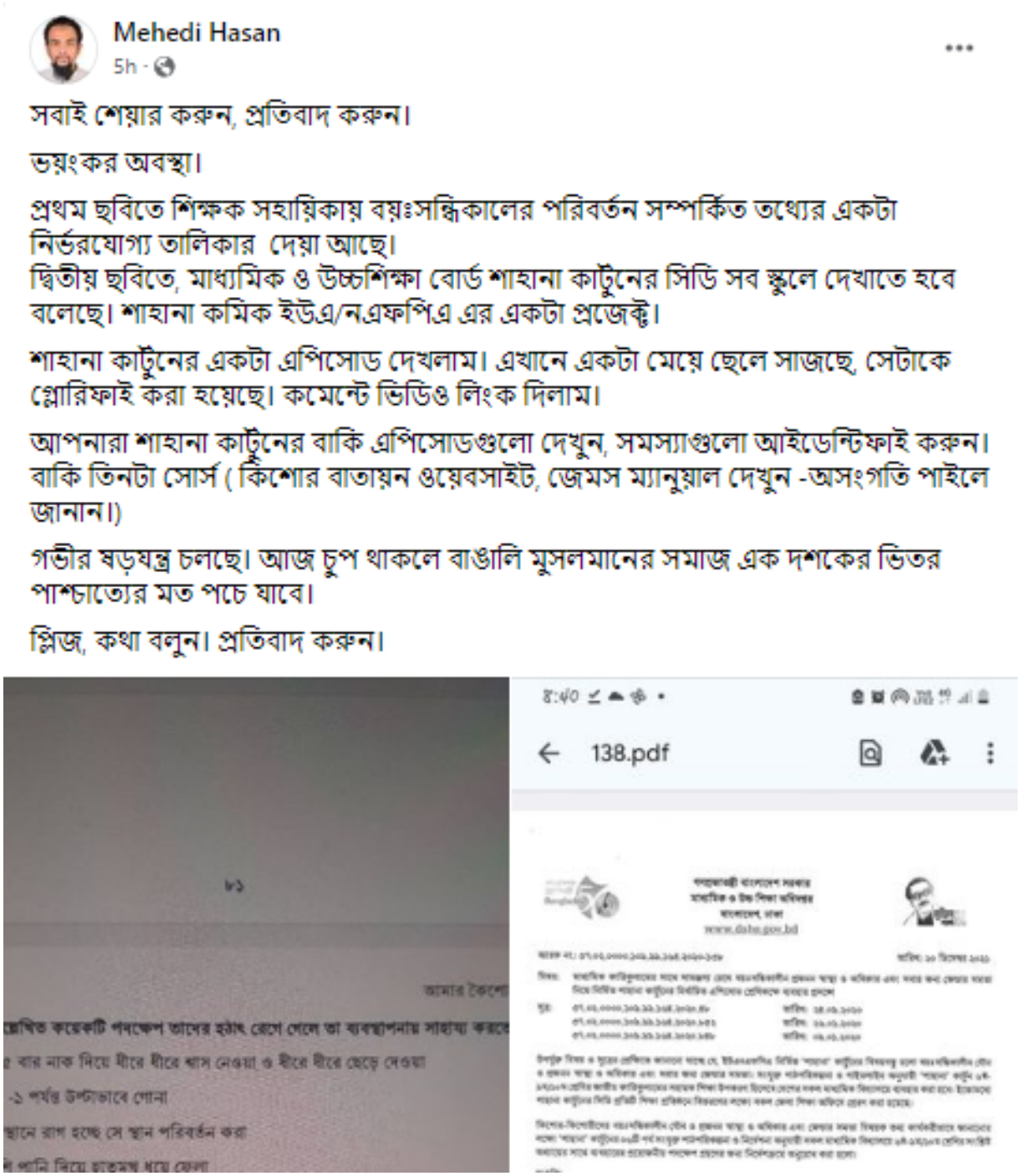

Mehedi Hasan
5h ·

সবাই শেয়ার করুন, প্রতিবাদ করুন।

ভয়ংকর অবস্থা।

প্রথম ছবিতে শিক্ষক সহায়িকায় বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্যের একটা নির্ভরযোগ্য তালিকার দেয়া আছে।
দ্বিতীয় ছবিতে, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বোর্ড শাহানা কার্টুনের সিডি সব স্কুলে দেখাতে হবে বলেছে। শাহানা কমিক ইউএ/নএফপিএ এর একটা প্রজেক্ট।

শাহানা কার্টুনের একটা এপিসোড দেখলাম। এখানে একটা মেয়ে ছেলে সাজছে, সেটাকে গ্লোরিফাই করা হয়েছে। কমেন্টে ভিডিও লিংক দিলাম।

আপনারা শাহানা কার্টুনের বাকি এপিসোডগুলো দেখুন, সমস্যাগুলো আইডেন্টিফাই করুন। বাকি তিনটা সোর্স (কিশোর বাতায়ন ওয়েবসাইট, জেমস ম্যানুয়াল দেখুন -অসংগতি পাইলে জানান।)

গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। আজ চুপ থাকলে বাঙালি মুসলমানের সমাজ এক দশকের ভিতর পাশ্চাত্যের মত পচে যাবে।

প্লিজ, কথা বলুন। প্রতিবাদ করুন।

Video link –

https://www.youtube.com/watch?v=NDArx8JliZI

ছবিটা ক্লাস ৬ এর স্বাস্থ্য সুরক্ষা বই এর শিক্ষক সহায়িকার ছবি

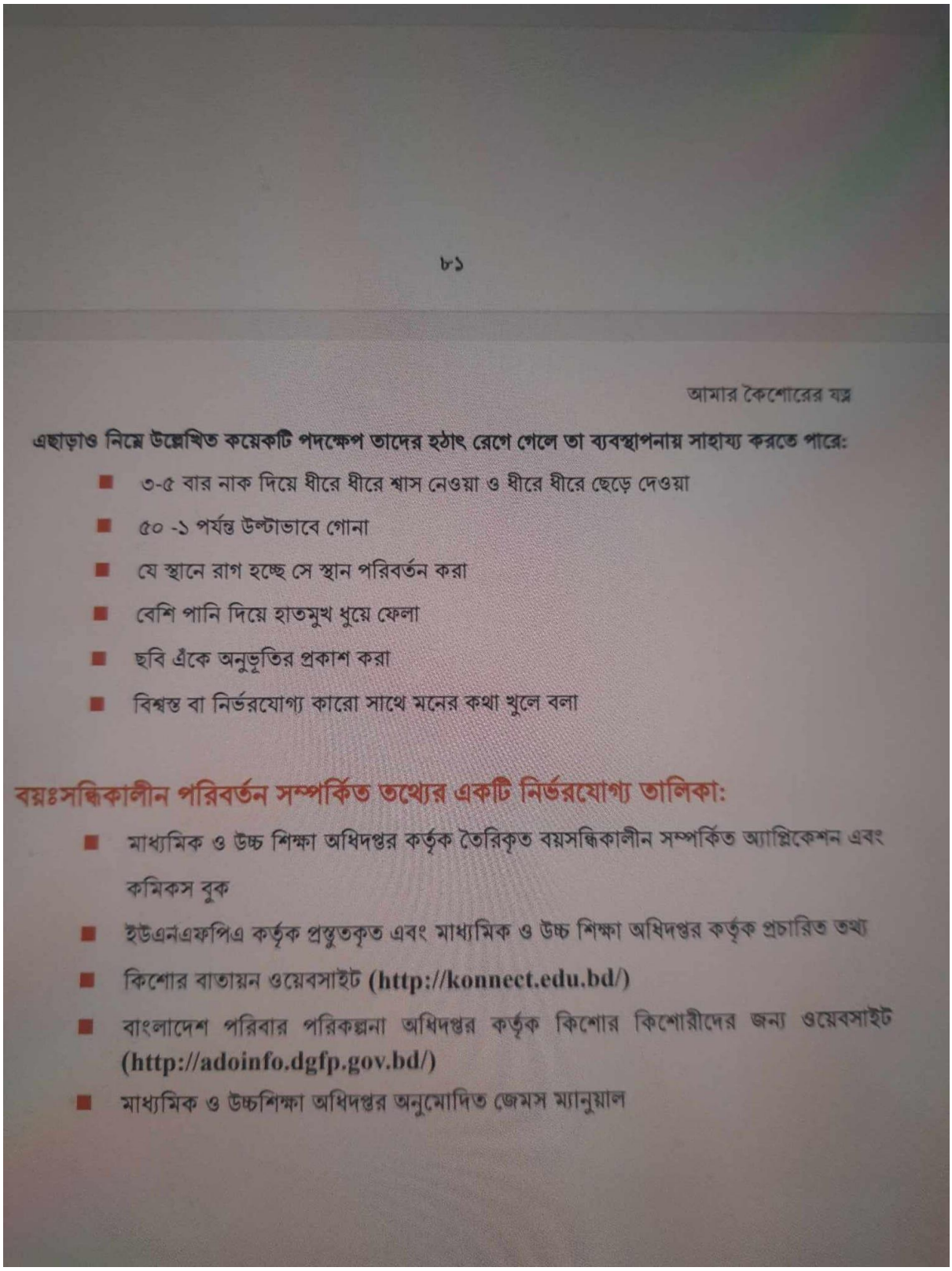

৮১

আমার কৈশোরের যত্ন

এছাড়াও নিম্নে উল্লেখিত কয়েকটি পদক্ষেপ তাদের হঠাৎ রেগে গেলে তা ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করতে পারে:

- ৩-৫ বার নাক দিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাস নেওয়া ও ধীরে ধীরে ছেড়ে দেওয়া
- ৫০ -১ পর্যন্ত উল্টাভাবে গোনা
- যে স্থানে রাগ হচ্ছে সে স্থান পরিবর্তন করা
- বেশি পানি দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ফেলা
- ছবি এঁকে অনুভূতির প্রকাশ করা
- বিশ্বস্ত বা নির্ভরযোগ্য কারো সাথে মনের কথা খুলে বলা

বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্যের একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা:

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক তৈরিকৃত বয়সন্ধিকালীন সম্পর্কিত অ্যাপ্লিকেশন এবং কমিকস বুক
- ইউএনএফপিএ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রচারিত তথ্য
- কিশোর বাতায়ন ওয়েবসাইট **(http://konnect.edu.bd/)**
- বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক কিশোর কিশোরীদের জন্য ওয়েবসাইট **(http://adoinfo.dgfp.gov.bd/)**
- মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর অনুমোদিত জেমস ম্যানুয়াল

ছবিটা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে নেয়া।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং: ৩৭.০২.০০০০.১০৯.৯৯.১৬৪.২০২০-১৩৮ তারিখ: ২০ ডিসেম্বর ২০২১

বিষয়: মাধ্যমিক কারিকুলামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার এবং সবার জন্য জেন্ডার সমতা নিয়ে নির্মিত শাহানা কার্টুনের নির্বাচিত এপিসোড শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার প্রসঙ্গে

সূত্র: ৩৭.০২.০০০০.১০৯.৯৯.১৬৪.২০২০.৪৮ তারিখ: ২৪.০৯.২০২০
৩৭.০২.০০০০.১০৯.৯৯.১৬৪.২০২০.৮৫২ তারিখ: ২৬.০১.২০২০
৩৭.০২.০০০০.১০৯.৯৯.১৬৪.২০২০.৮৪৮ তারিখ: ০৯.০১.২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ইউএনএফপিএ নির্মিত 'শাহানা' কার্টুনের বিষয়বস্তু হলো বয়ঃসন্ধিকালীন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার এবং সবার জন্য জেন্ডার সমতা। সংযুক্ত পাঠপরিকল্পনা ও গাইডলাইন অনুযায়ী 'শাহানা' কার্টুন ৬ষ্ঠ-৯ম/১০ম শ্রেণির জাতীয় কারিকুলামের সহায়ক শিক্ষা উপকরণ হিসেবে দেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহার করা হবে। ইতোমধ্যে শাহানা কার্টুনের সিডি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠনে বিতরণের লক্ষ্যে সকল জেলা শিক্ষা অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে।

কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার এবং জেন্ডার সমতা বিষয়ক তথ্য কার্যকরীভাবে জানানোর লক্ষ্যে 'শাহানা' কার্টুনের ০৬টি পর্ব সংযুক্ত পাঠপরিকল্পনা ও নির্দেশনা অনুযায়ী সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ-৯ম/১০ম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের সাথে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি:
১. পাঠপরিকল্পনা
২. শ্রেণিকক্ষে শাহানা কার্টুন ব্যবহারের নির্দেশিকা

20.12.2021
দিল আফরোজ বিনতে আছির
সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
ফোন: ০২৯৫৬১০৭২

জেলা শিক্ষা অফিসার
.....

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
৩. চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৪. পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এবং প্রকল্প পরিচালক, জেনারেশন ব্রেকথ্রু প্রকল্প, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অদিদপ্তর
৫. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ...অঞ্চল
৬. উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ...অঞ্চল
৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ (পত্রটি মাউশি ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)
৮. অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/সুপারেন্ডেন্ট (শাহানা কার্টুনের নির্বাচিত এপিসোড শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার নিশ্চিত করার অনুরোধসহ)
৯. থানা/উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, সকল থানা/উপজেলা
১০. কান্ট্রি ডিরেক্টর, ইউএনএফপিএ বাংলাদেশ
১১. নির্বাহী পরিচালক, কনসার্নড উইমেন ফর ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট (সিডব্লিউএফডি), বাংলাদেশ
১২. মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা
১৩. সংরক্ষণ নথি

PDF টি সময়ে সময়ে আপডেট করা হতে পারে, এজন্যে ক্রামগত আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন এ ব্যাপারে আপডেট পেতে। জাযাকাল্লাহু খাইরান...

কারও নিকট এ বিষয়ক আরও কোন তথ্য থাকলে জানাতে পারেন ইনশা আল্লাহ...

FB Page Link: https://www.facebook.com/MashwaraOfficial